সমস্বর©

সমস্বর ৮০ তম সংখ্যা (জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২০)

তামাকজাত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রচারণা বন্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে .....

করোনাকালীন সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের শীর্ষে বিএটি'বি -গবেষণা প্রতিবেদন

বৃক্ষরোপনের আড়ালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণকারী করছে বিএটিবি -শাস্তি দাবী জোটের

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আরো সক্রিয় হবে এনজিও ব্যুরো -মহাপরিচালক

তামাক কোম্পানির অপতৎপরতা বন্ধে আইন সংশোধনের দাবি

বিশ্ব হার্ট দিবসে প্রীতি ফুটবল: তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপের দাবী

পাবলিক পরিবহন ও হোটেল-রেস্তোরায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছে না -জরিপের তথ্য প্রকাশ

তামাক কোম্পানিগুলো তরুণদের আকর্ষণ করতে বছরে ৯০০ কোটি ডলার ব্যয় করে

বিড়ি কোম্পানির প্ররোচনায় সংসদ সদস্যদের তৎপরতা নজিরবিহীন

বাজেট অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি হয়নি জর্দার -গবেষণা ফলাফল প্রকাশ

"তামাক কর ও কোম্পানির হস্তক্ষেপ" গবেষণা ফলাফল প্রকাশ

মিয়ানমারে অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা

আফ্রিকার প্রথম ধূমপানমুক্ত শহর হতে যাচ্ছে 'কেপটাউন'

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

খুলনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে -অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

প্রবন্ধ

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ এবং কার্যকর ব্যয় জরুরি

অবহেলায় সবজি, সরকারি 'পৃষ্ঠপোষকতায়' উর্ধ্বমুখী তামাক রপ্তানি

তরুণ সমাজের নতুন হুমকি ই-সিগারেট: বন্ধে করণীয়

তামাক কোম্পানির কূট-কৌশল ও তরুণদের করণীয়

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

মো: আবু রায়হান

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ফোন: +৮৮ ০১৯৭৭০১৪৪১২

সম্পাদকীয়

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আইন ও নীতির যথাযথ প্রয়োগ কাম্য

করোনা ভাইরাস সংক্রমণে পুরো বিশ্ব যখন অবরুদ্ধ। সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করেই চলেছে করোনা দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি সামলাতে। করোনায় 'লকডাউন' চলাকালীন সময়ে দেশে উৎপাদনমুখী খাতগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমও থেমে ছিলো। কিন্তু, আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, এমন দু:সময়ের মাঝেও থেমে থাকেনি ক্ষতিকর তামাক পণ্য উৎপাদন, বিপণন কার্যক্রম।

এ সময়কালে জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি বিবেচনা না করে মুনাফার স্বার্থে করোনা সঙ্কট ও রাষ্ট্রীয় আইনকে তাচ্ছিল্য করছে তামাক কোম্পানিগুলো। যদিও করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষনা করেছে, ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪গুণ বেশি! ২০১৭ সালের গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভের তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে ১৫ বছর ও তদুর্ধ বয়সীদের ৩ কোটি ৭৮ লাখ (৩৫.৩%) মানুষ কোন না কোন ধরনের তামাক ব্যবহার করে। তার মধ্যে ১ কোটি ৯২ লাখ মানুষ বা ১৮% জনগোষ্ঠী ধূমপান করে। তামাক পণ্য বিপণন অব্যহত থাকায় 'লকডাউন' অমান্য করে অনেক স্থানে ধূমপায়ীরা বাইরে এসেছে। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের আচরণ করোনা সংক্রমণ এর বিস্তৃতি ঘটিয়েছে।

সম্প্রতি ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের এক গবেষণায় দেখা গেছে, করোনাকালীন সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের শীর্ষে রয়েছে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। এর সাথে আরো রয়েছে জাপান টোব্যাকো কোম্পানিসহ অন্যান্য বহুজাতিক ও দেশীয় তামাক কোম্পানি। বিশেষত: তরুণদের লক্ষ্য করে তাদের এ প্রচারণার ধরন খুবই আকর্ষনীয়। বিক্রয় কেন্দ্রে ব্রান্ড কালার, ষ্টিকার, প্যাকেট সাজিয়ে রাখার পাশাপাশি 'ব্যাটল অব মাইন্ড' আয়োজন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সিগারেট, ই-সিগারেটের বিজ্ঞাপন, মোবাইলে বার্তা প্রেরণ, সরাসরি ফোন কলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্যক্রম ইত্যাদি। এ সময়কালে 'তামাক ব্যবহারকারীর করোনা ঝুঁকি কম ও তামাক পাতা থেকে করোনা ভ্যাকসিন আবিস্কার' এর মত অপপ্রচারও চালায় তামাক কোম্পানি! পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি-সিএসআর কার্যক্রমের আড়ালে তামাক পণ্যের ব্রান্ড প্রমোশনে তরুণদেরকে ধূমপানে আকৃষ্ট, এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করছে তারা। সংকটকালে মুনাফার লোভে জনস্বাস্থ্য বিধ্বসী পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর এমন আইন বহি:ভূত কর্মকান্ড জনস্বার্থ পরিপন্থী।

বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং কিছু আইন ও নীতির ত্রুটি কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক সুবিধা আদায়ের মাধ্যমেই মূলত ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো এসকল অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে 'এসেনসিয়াল কম্যুডিটি এ্যাক্ট-১৯৫৬' অন্যতম। বৃটিশ আমলে প্রণীত এই আইনে তামাক 'জরুরী পণ্য' তালিকায় উল্লেখ থাকার পুরো সুবিধা নিয়েছে তামাক কোম্পানিগুলো। করোনা চলাকালীন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়েও শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে তামাক উৎপাদন, বিপণন চালু রাখার বিশেষ অনুমতি আদায় করে নেয় বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) ও জাপান টোব্যাকো কোম্পানির (জেটিআই)। এছাড়াও করোনা ঝুঁকির কারণে তামাক কারখানায় উৎপাদন কিংবা বিপণনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কর্মীর অসম্মতি থাকলেও ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক কাজ করানোর চিত্রও উঠে এসেছে গণমাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকীতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সুযোগ নিয়েও তামাক কোম্পানিগুলো পরোক্ষভাবে তাদের প্রচারণা অব্যহত রেখেছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা ৫ (৩) এ তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও আইনকে অবজ্ঞা করে সিএসআর কর্মসূচির নামে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ও সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে কোম্পানীর নাম প্রচারও তাদের একটি কৌশল। করোনাকালে গুটিকয়েক তামাক কোম্পানি কর্তৃক হ্যান্ড স্যানিটাইজার, পিপিইসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণের আড়ালে গণমাধ্যমে তামাক কোম্পানির নাম প্রচার উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

ধূমপানসহ সকল প্রকার তামাক শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা নষ্ট করে বিধায় এসকল পণ্য সেবন হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘণ করে ক্ষতিকর পণ্যের প্রচারণা ও মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি কোনভাবেই যৌক্তিক নয়। সুতরাং প্রাণঘাতী তামাক পণ্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক। আশা করছি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সেই সাথে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহ সংশোধনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

করোনাকালীন সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের শীর্ষে বিএটিবি -গবেষণা প্রতিবেদন

করোনাকালীন সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সবচাইতে বেশি লঙ্ঘণ করেছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো। আইনে নিষিদ্ধ হওয়া স্বত্ত্বেও কোম্পানিটির 'গোল্ডলিফ' 'বেনসন' ব্রান্ডের সিগারেটের বিজ্ঞাপন পরিলক্ষিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও জাপান টোব্যাকো কোম্পানিসহ অন্যান্য দেশীয় তামাক কোম্পানিগুলোও আইন লঙ্ঘণ করে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। (জুন - আগস্ট, ২০২০) সময়কালে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট পরিচালিত "করোনাকালীন সময়ে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা" শীর্ষক এক ত্রৈমাসিক গবেষণায় এবং সরেজমিন পরিদর্শনে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

বতর্মানে সারাবিশ্বে 'করোনা' মহামারী চলছে। করোনায় প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশেও করোনার আগ্রাসী প্রসার ও নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। COVID-19 মহামারীর সাথে তামাক সেবনের সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে, ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি! ধূমপায়ীদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমে যায় ও ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ ও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে উচ্চমাত্রায় তামাক সেবনের হার বিদ্যমান (৩ কোটি ৭৮ লাখ -৩৫.৩%)। এর মধ্যে ১৫ বছর ও তদুর্ধ্বদের মধ্যে ১ কোটি ৯২ লাখ (১৮%) মানুষ ধূমপান করে। চলমান করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে দেশের কয়েক কোটি মানুষকে উচ্চমাত্রার স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে বিধায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তামাক বিরোধী প্রচারণা অব্যহত রয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও মানুষকে এ ক্ষতিকর পণ্য সেবনে নিরুৎসাহিত করছেন। মানুষ নিজেদের সুরক্ষায় ধূমপান ও তামাক পণ্য থেকে দূরে থাকছে। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলো থেমে নেই। 'তামাক' খাদ্য কিংবা জীবন রক্ষাকারী পণ্য নয় তারপরও এমন দু:সময়ে বহু পুরাতন রাষ্ট্রীয় কিছু আইনের দূর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 'তামাককে জরুরী পণ্য' বলে উৎপাদন, বিপনণ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। উপরন্তু, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-৫ লঙ্ঘণ করে কৌশলে সারাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তামাক কোম্পানিগুলো। এমনকি "তামাক সেবনে করোনার ভয় নেই" বলেও বিভ্রান্তিকর প্রচারণাও লক্ষ করা গেছে।

চলমান করোনা মহামারীর দু:সময়েও তামাক কোম্পানি কর্তৃক উক্ত আইনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা সংক্রান্ত লঙ্ঘণসমূহ চিহ্নিত, বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, এবং আইন বাস্তবায়ন গতিশীলকরণে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত গবেষণা পরিচালিত হয়। গুগল ফরমের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র তৈরী করে (জুন - আগস্ট, ২০২০) সময়কালে দেশের ৮টি বিভাগের ২১টি জেলা ও ২৯টি উপজেলায় গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

উত্তরদাতাদের বয়স, পেশা ও ধূমপান/তামাক সেবনের হার: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স ১৫-৩৫ এর মধ্যে। ২ ক্যাটাগরীর উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫-২৫ বয়সীদের হার ৬১.৭% এবং ২৫-৩৫ বছর বয়সীদের হার ৩৮.৩%। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬১.৭% কর্মজীবি এবং ৩৮.৩% ছাত্র-ছাত্রী। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, সিগারেট সেবনকারীর হার ৬৭.৫%, বিড়ি সেবন করেন ৩.৩% এবং অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য সেবনকারীর হার ১.৭%। ধূমপান বা কোন ধরনের তামাক সেবন করেন না এর হার ২৬.৭%।

করোনাকালীন সময়ে তামাক কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম: গবেষণায় সংগৃহিত তথ্যে দেখা গেছে, নিদিষ্ট তামাক পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্রে ৭৭.৬% বিজ্ঞাপন প্রর্দশিত হচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলো তরুণদেরকে তামাক পণ্য সেবনে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেছে। জরিপে উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৩.৩% সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার হতে দেখেছেন।

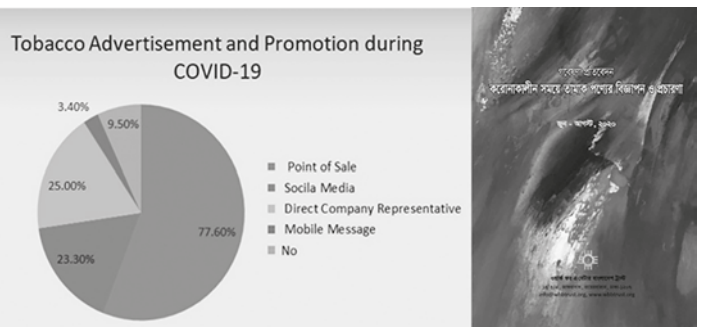

কোম্পানির বিপণন কর্মীদের দ্বারা (টি-শার্ট, ক্যাপ, ভ্যান গাড়ী ইত্যাদি কৌশলে) সরাসরি তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার হতে দেখেছেন ২৫% উত্তরদাতা। এছাড়াও ৩.৪% মোবাইলের ম্যাসেজ, ফোনে কল করে জরিপসহ নানান কৌশলে তামাকের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হতে দেখেছেন। তামাক ব্যবহারে অধিক পরিমানে করোনার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সারাদেশে তামাক পণ্যের সরবরাহ ও বিজ্ঞাপন অব্যহত ছিলো। এর পাশাপাশি নানা ধরনের প্রচারণা তামাক সেবনে জনগণকে উৎসাহী করে তুলেছে। সারাদেশে তামাকের সরবরাহ অব্যহত রাখতে পারার অন্যতম কারণ "এসেনশিয়াল কমোডিটি এ্যাক্ট ১৯৫৬" যেখানে তামাককে জরুরী পণ্য তালিকায় রাখা হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে ৯.৫% জানিয়েছেন গবেষণাকালীন সময়ে তারা তামাকজাত পণ্যের কোন ধরনের বিজ্ঞাপন দেখেননি।

তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা কৌশল ও ধরন: গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে, তামাক কোম্পানিগুলো পণ্যের প্রচারণায় বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছোট-বড় খুচরা বিক্রয়স্থল (point of sales)। এসকল বিক্রয়স্থল বা (point of sales) এর মধ্যে ৬৯.৩% দোকানে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন সম্বলিত ষ্টিকার, ২৮.৯% এ পোস্টার, ৩৫.১% দোকানে ব্রান্ড কালার সম্বলিত আকর্ষণীয় সোকেস/ক্যাশ বক্স, ৫১.৮% তামাক পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্র বিভিন্ন সিগারেটের খালি প্যাকেট সাজিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে দেখা গেছে।

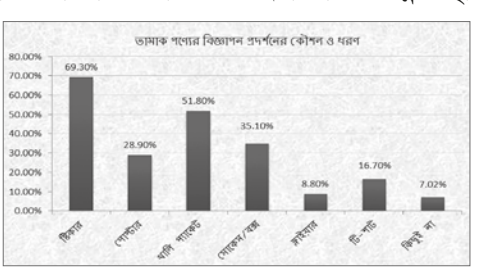

কোভিডকালীন সময়ে মানুষ ঘরবন্দি থাকায় প্রচারণার কৌশল হিসাবে মোবাইলে সরাসরি কল দিয়ে ধূমপায়ী/অধূমপায়ী কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং কৌশলে নির্দিষ্ট ব্রান্ডের প্রমোশন করে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি। ফোনে তামাক কোম্পানি থেকে কল এসেছে এমন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১.২% ব্যক্তিকে বলা হয়েছে 'জরিপ পরিচালনা করা হচ্ছে', ৪১.৬% মানুষকে জিজ্ঞেস করা হয় তারা কোন ব্রান্ডের এবং দৈনিক কতটা সিগারেট সেবন করেন, পূর্বে কোন ব্রান্ডের সিগারেট সেবন করতেন এই প্রশ্ন করা হয় ১৮.২% ব্যাক্তিকে। এছাড়া তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিরা নতুন ব্রান্ডের সিগারেট সম্পর্কে ১৪.৩% ব্যক্তিকে তথ্য দেয়। বিস্ময়কর দিক হচ্ছে, বাজেট পরবর্তী সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কেও জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ২৬% মানুষকে তথ্য দিয়েছে তামাক কোম্পানির মার্কেটিং কর্মকর্তারা।

করোনাকালীন তামাক পণ্যের সর্বাধিক বিজ্ঞাপন, প্রচারণাকারী তামাক কোম্পানি ও ব্রান্ডের সিগারেট/বিড়িঃ গবেষণা চলাকালীন সময়ে বিক্রয়কেন্দ্র, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কোম্পানির লোকজন দ্বারা সরাসরি বিজ্ঞাপনের তথ্য পাওয়া যায়। এসময়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির বিভিন্ন ব্রান্ডের বিজ্ঞাপন- গোল্ডলিফ ৪৭.৯%, বেনসন এন্ড হেজেস ৪০.৫%, ডার্বি ৪০.৫%, স্টার ৩৪.৭% সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

জাপান টোব্যাকো কোম্পানির সেখ সিগারেট ১৮.২%, ঢাকা টোব্যাকো'র নেভী ২৮.৯% ছাড়াও বিএটিবি'র হলিউড ১৩.২%, ফিলিপ মরিস কোম্পানির মালবোরো সিগারেটের ৮.৩% বিজ্ঞাপন দেখা যায়। বিড়ির মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞাপন দেখা গেছে আকিজ বিড়ির ২৫.৬%, এছাড়াও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আজিজ বিড়ি ৪.৬% ও কারিগর বিড়ি ০.৯% পাওয়া যায়। জর্দার মধ্যে সর্বোচ্চ হাকিমপুরী ৬.৬%, বাবা জর্দা ৪.১%, শোভা জর্দা ৫% বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের তথ্য পাওয়া গেছে।

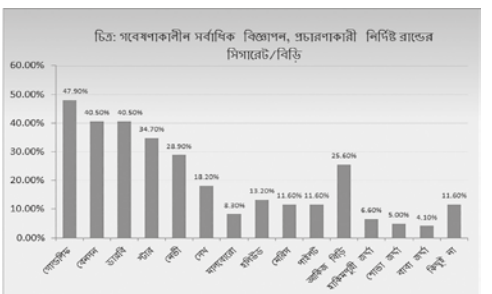

করোনাকালীন সময়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা ও তার মাধ্যমঃ গবেষণার তথ্য মতে, করোনাকালীন সময়ে তামাক কোম্পানিগুলো বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫১% উত্তরদাতা জেনেছেন ধূমপায়ীর করোনা ঝুঁকি কম, তামাক পাতা দ্বারা করোনার ভ্যাকসিন আবিস্কার হয়েছে বলে জানেন ৩৬% উত্তরদাতা। এছাড়া প্রায় ১৩% উত্তরদাতা বলেছেন 'তামাক জরুরী পণ্য' বলে শুনেছেন বা জানেন। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮১.৬% মানুষ উপরোক্ত তথ্যসমূহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জেনেছেন। গণমাধ্যমে (পত্রিকায় ১৭.১% এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে জেনেছেন ৫.৩%) অংশগ্রহণকারী।

ধূমপান/তামাক পণ্য সেবন ও করোনার ঝুঁকিঃ গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৮৫% মানুষ ধূমপায়ীদের করোনা আক্রান্তের হার অনেক বেশি এ বিষয়ে অবগত এবং ১৫% মানুষ উক্ত বিষয়ে অবগত নয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষা, অর্থ অপচয় ও চলমান করোনার ঝুঁকি বিবেচনায় মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ছে ফলে গবেষণার তথ্যে ধূমপান বর্জনে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। ধূমপান ত্যাগে ইচ্ছুক কি না এ বিষয়ে জানতে চাইলে জরিপে ৭৭.৭% অংশগ্রহণকারী 'হ্যাঁ' এবং ২২.৩% 'না' উত্তর প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহঃ

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণকারী কোম্পানিগুলোকে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি জেল প্রদানসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ জেলা/উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিতকরণ এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- জেলা/উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তামাক ও করোনার ঝুঁকি বিষয়ে প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- অতি পূরাতন "এসেনশিয়াল কমোডিটি এ্যাক্ট ১৯৫৬" সংশোধন করে জরুরী পণ্য তালিকা থেকে 'তামাক' কে বাদ দেওয়া;
- নিয়মিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোকে যুক্ত করে পদক্ষেপ গ্রহণ;

বৃক্ষরোপনের আড়ালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করছে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি -শান্তি দাবী জোটের

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ২৬ হাজার জন মানুষ মারা যায়। ২০১৮ সালে সরকারের তামাকজনিত রোগের চিকিৎসাখাতে ব্যয় করতে হয়েছে ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে একজন অধুমপায়ীর তুলনায় একজন ধূমপায়ীর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি! অথচ এই বিশাল মানব সম্পদ ও আর্থিক ক্ষতির পরও তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের কাছে নিজেদের ইতিবাচক ইমেজ তুলে ধরার জন্য বিশ্বের নানা দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আশ্রয় নিচ্ছে নানা কৌশলের। ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ হেলাল আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ বক্তব্য তুলে ধরে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

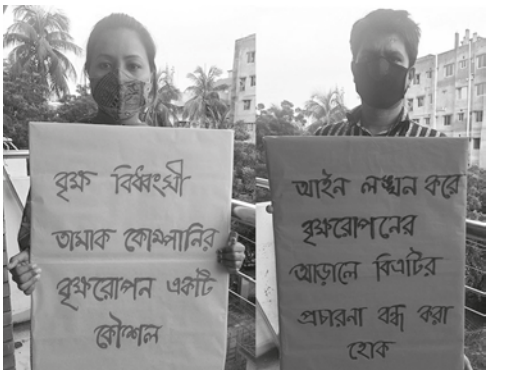

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৫ (৩) এ তামাক কোম্পানীর সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানীর নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। *আইনের এ বিধান লঙ্ঘণ ধারা ৫(৪) অনুসারে, অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ।* পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু, সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী বৃক্ষরোপনের আড়ালে আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' প্রত্যয় বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক।

রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জনগণের ক্ষতি হতে পারে এমন পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে সম্মত নয় বিধায়, তামাক কোম্পানিগুলো বৃক্ষরোপণ, সামাজিক বনায়ন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সহায়তা করছে। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের আড়ালে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত ও আইন লঙ্ঘণ করে বৃক্ষরোপনের নামে প্রচারণা অব্যহত রেখেছে তামাক কোম্পানিগুলো। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে প্রচার করা হচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির নাম।

বাংলাদেশ এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ তে তামাক কোম্পানীর প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে তামাক কোম্পানীর নীতিসমুহের বিরুদ্ধে তদবির ও প্রভাব প্রতিরোধ এবং যুবদের তামাক কোম্পানির কৌশল থেকে সুরক্ষা দিয়ে সরকারের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছাড়া সরকার এবং তামাক কোম্পানীর মধ্যে যোগাযোগ সীমাবদ্ধ করা জরুরী।

পাশাপাশি তামাক কোম্পানির সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, তথাকথিত সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং তামাক কোম্পানীর প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ, অনুপ্রেরণা ও সব ধরনের সুবিধা প্রদান থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

বিশ্বের অনেক দেশ ইতিমধ্যেই তামাক কোম্পানীগুলোর এধরনের কার্যক্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি পাশ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। থাইল্যান্ড ২০১৭ সালে তামাক কোম্পানীর 'সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী' নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। ভারতে ৭টি রাজ্য সরকার তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রয়োগে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কয়েকটি রাজ্য সরকার তামাক কোম্পানীর কাছ থেকে বৃত্তি, পুরস্কার বা উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে।

কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশেও এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন বরাবর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি প্রদান করেছে। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বেসরকারী সংস্থাগুলোর সম্মিলিত মঞ্চ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট আইন লঙ্ঘণকারী তামাক কোম্পানীগুলোকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার পাশাপাশি তামাক কোম্পানীর এ ধরনের প্রচারণা কার্যক্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জোরালো দাবী জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ধারা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের উদ্যোগে ৯ জুলাই, ২০২০ সকাল ১১টায় অনলাইনে "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দি ইউনিয়নের সহায়তায় আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় দেশের ৮টি বিভাগ থেকে ৮০টি বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

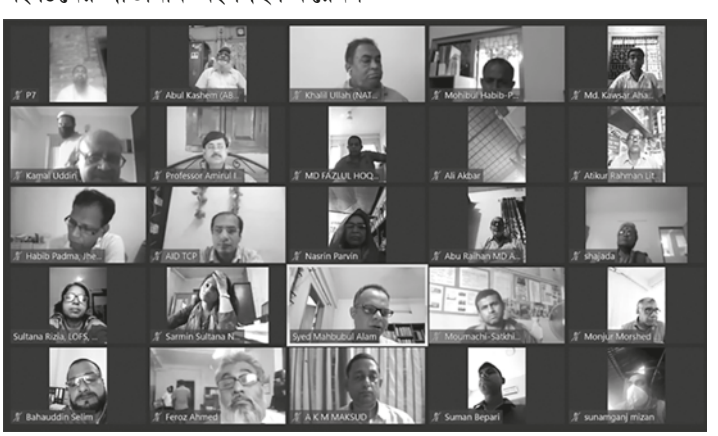

কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারা ৫ বাস্তবায়নের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক নির্দেশিকা প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মূল প্রবন্ধে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ই-মোবাইল কোর্ট, ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং তামাক পণ্য বিপণনে লাইসেন্সিং প্রথা'র উপর বিস্তারিত আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন আলোচকবৃন্দ।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচনা করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ আমিনুল ইসলাম বকুল, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র নির্বাহী পরিচালক একেএম মাকসুদ, ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা) এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের টিম লিডার নাছিম বানু শ্যামলী। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচী ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন।

স্বাগত বক্তব্যে তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় অনলাইনের মাধ্যম তামাক নিয়ন্ত্রনে একটি শক্তশালী হাতিয়ার। এক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের দিকটিতে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন ও স্পন্সর নিষিদ্ধ হলেও তামাক কোম্পানিগুলো নানা কৌশলে জনগনকে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করে আসছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাকের ব্যবহার কমাতে হলে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ধারার প্রয়োগ যথাযথ হওয়া জরুরী। আইন বাস্তবায়নে বিগত দিনে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো সরকারের সাথে সহায়তার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো গতিশীলতা পাবে। কর্মশালায় এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক ই-মোবাইল কোর্টের কারিগরী দিকগুলো উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় ডাস বাংলাদেশ, সতিশা যুব ও কিশোর সংঘ, প্রজন্ম, রানী, সাফ, ধ্রুব ফাউন্ডেশন, উপমা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ডিডিপি, পিডিএস, প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, মৌমাছি, ইপসা, নাটাব, আবাস, সিডাস, ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিং, দুঃস্থ মানবতার সেবা সংস্থা, আবসা, অগ্রদূত, শুচীতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, টিপিডিও, আদর্শ মানবসেবা সংস্থা, পল্লী সাহিত্য সংস্থা, ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার সোসাইটি বাংলাদেশ, লফস, বৃত্ত ফাউন্ডেশন, জান্নাতী মহিলা উন্নয়ন সমিতি, আশ্রয়, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, এইড ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ, বিএনটিটিপি, এইড ফাউন্ডেশন, পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চ, আরডিসি, দাপুস, কাড়াপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা, এইড ফাউন্ডেশন, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, আত্ব উন্নয়ন সংস্থা, সেতু, উশিকা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সাস-সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

"তামাক পণ্য বিপণন নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং নিশ্চিত ও প্রচারণা বন্ধে করনীয়" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

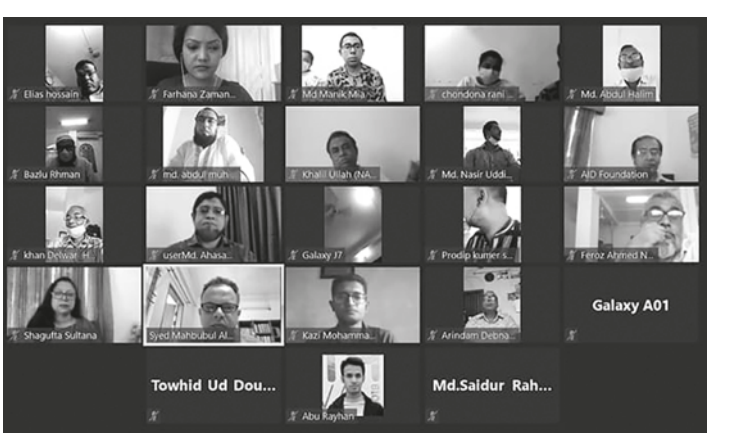

এইড ফাউন্ডেশনের আয়োজনে খুলনা বিভাগের ৬ টি পৌরসভা ও ঢাকার ২টি পৌরসভার সচিব ও লাইসেন্স পরিদর্শকদের অংশগ্রহণে "তামাক পণ্যের বিপণন নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা নিশ্চিত ও প্রচারণা বন্ধে করণীয়" বিষয়ক কর্মশালা ১৯ জুলাই, ২০২০ সকাল সাড়ে ১১টায় জুম

এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইড ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান আলোচক ছিলেন আইনজীবি ও নীতি বিশ্লেষক, দি ইউনিয়নের এর কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

কর্মশালায় ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ধামরাই ও মানিকগঞ্জ পৌরসভার সচিব ও লাইসেন্স পরিদর্শকগণ আলোচনা করেন। এছাড়াও টিসিআরসি, নাটাব, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও জোটভুক্ত স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন। এইড ফাউন্ডেশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ন্যাশনাল প্রোগাম অফিসার আবু নাসের অনীক কর্মশালা সঞ্চালনাটি করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে করোনা প্রতিরোধে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনা জরুরি। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে বিপণনে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধের আইনী বিধান বাস্তবায়ন, যত্রতত্র তামাক পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে দোকানগুলোকে লাইসেন্সের আওতায় আনার জন্য এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

স্ব-স্ব পৌরসভা মেয়রদের নির্দেশক্রমে ও স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠনের সহযোগিতায় তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানান কর্মশালায় উপস্থিত পৌরসভা সচিব এবং লাইসেন্স পরিদর্শগণ।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আরো সক্রিয় হবে এনজিও ব্যুরো -মহাপরিচালক

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর বাস্তবায়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ৯ সেপ্টেম্বর আগারগাঁও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র মহাপরিচালক **মো. রাশেদুল ইসলাম**।

তিনি আরো বলেন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিওদের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে। ফলে দেশের উন্নয়নে এনজিওগুলো সরকারের একটি বড় সহায়ক শক্তি। অন্যদিকে যে কোন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করছে এনজিওসমূহ। যেহেতু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এসডিজি'র সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ৩-এ অন্তর্ভূক্ত আছে এবং সরকারের ৭ম-৫ম বার্ষিকী পরিকল্পনাতেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সুতরাং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আগামী দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সভায় সভাপতিত্ব করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র পরিচালক (প্রকল্প-১) ড. মো. হেলাল উদ্দিন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

প্রবন্ধে **মো. মোখলেছুর রহমান** বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যার মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের সাথে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যহত করতে তামাক কোম্পানীসমূহ নানা ধরনের কূট-কৌশল অবলম্বন করছে। যুবসমাজকে ধূমপানে আকৃষ্ট করতে ও অধিক মুনাফা অর্জনে কোম্পানিসমূহ সরকারের আইনকে অবজ্ঞা করছে। বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে (যেমন: ফাউন্ডেশন ফর স্মোক ফ্রি ওয়ার্ল্ড তামাক কোম্পানীর একটি সংস্থা)। বাংলাদেশে যে কোন এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র রেজিস্ট্রেশন/সনদ নিতে হয় এবং যে কোন দাতা সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সুতরাং তামাক কোম্পানীর সকল কূট-কৌশল রোধে ও তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক **ইকবাল মাসুদ** বলেন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তামাক নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ হিসেবে ২০১৪ সালে নিজ কার্যালয়সহ সকল এনজিও কার্যালয়কে ধূমপানমুক্ত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনেরও নির্দেশনা প্রদান করে। তামাক কোম্পানির কূট-কৌশলকে প্রতিহত করতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমরা আশাবাদী।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক ড. মো. **হেলাল উদ্দিন** বলেন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তামাক নিয়ন্ত্রণে এবং এনজিও কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত সকল সভায়/অনুষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর গ্রান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া, প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

তামাক কোম্পানির অপতৎপরতা বন্ধে আইন সংশোধনের দাবি

চলমান কোভিড-১৯ মহামারীতেও ব্যবসা অব্যহত রাখতে তামাক কোম্পানিগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (সিএসআর), লবিং, অনুদান ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারসহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করছে। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রজ্ঞা'র আয়োজনে 'কোভিড-১৯ ও তামাক কোম্পানি' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা উক্ত মন্তব্য করেন। প্রগতির জন্য জ্ঞান- প্রজ্ঞা'র তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রকল্প প্রধান হাসান শাহরিয়ার এ বিষয়ে মূল উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাককে করোনা সংক্রমণ সহায়ক পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করলেও দুইটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি করোনা মহামারীর মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সিগারেট উৎপাদন, বিপণন ও তামাক পাতা ক্রয় অব্যহত রাখার জন্য অনুমতিপত্র আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির নামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠ প্রশাসনকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান, ব্রান্ড

ইমেজ প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেইজে লাইভ টকশোতে অংশগ্রহণ, করোনায় ধূমপায়ীদের ক্ষতি কম এজাতীয় ভ্রান্ত তথ্য প্রচার ইত্যাদি অব্যহত রেখেছে কোম্পানিগুলো।

ওয়েবিনারে অংশ নেয়া তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের নের্তৃবৃন্দ জানান, তামাক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সুযোগ থাকায় সরকারের নীতি প্রণেতাদের সাথে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে থাকে।

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে তামাক কোম্পানির সকল সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা। একইসাথে ওয়েবিনারে ই-সিগারেটসহ সকল ভ্যাপিং এবং হিটেড তামাক পণ্যের উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধের আহবান জানানো হয়।

এছাড়া সিগারেটের মতো বিষাক্ত পণ্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকায় থাকাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকারের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন বক্তারা। তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে ১৯৫৬ সালের 'এসেনসিয়াল কম্যুডিটি এ্যাক্ট-১৯৫৬' সংশোধন করে তামাক পণ্য বাদ দেয়ার দাবি জানান।

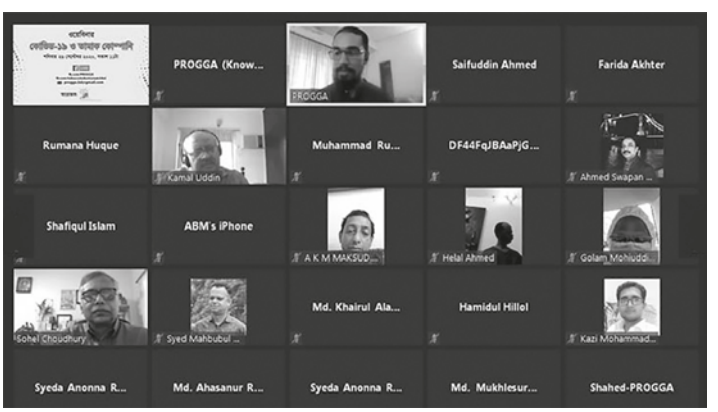

ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর বাংলাদেশ কান্ট্রি এডভাইজার মো. শফিকুল ইসলাম, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর মুখ্য পরামর্শক ড. মো. শরিফুল আলম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সাবেক সমন্বয়কারী মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি'র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং আর্ক ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক ড. রুমানা হক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর ইপিডেমিওলজি এন্ড রিসার্চ বিভাগের অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) এর আহবায়ক ফরিদা আক্তার, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মাদ কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম (বিসিসিপি) এর টোব্যাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম টিম লিডার মোহাম্মদ শামিমুল ইসলাম, ভয়েস এর নির্বাহী পরিচালক আহমেদ স্বপন মাহমুদ, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি'র নির্বাহী পরিচালক একেএম মাকসুদ এবং প্রগতির জন্য জ্ঞান-প্রজ্ঞা'র নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের তামাক কোম্পানির কূট-কৌশল প্রতিহত করতে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

বিশ্ব হার্ট দিবসে প্রীতি ফুটবল: তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপের দাবী

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গেন্ডারিয়া ধূপখোলা মাঠ এলাকায় 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের উদ্যোগে "তামাক বর্জন করুন-হার্ট সুস্থ রাখুন" স্লোগানকে সামনে রেখে এক বর্ণাঢ্য ধূমপান বিরোধী শোভাযাত্রা গেন্ডারিয়া ধূপখোলা খেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ধোলাইখাল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রা শেষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ৪৫ এবং ওয়ার্ড ৪৬ এর মশকনিধন কর্মীদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন ৪৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী মো. শামসুজ্জোহা। 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারন সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর পরিচালনায় ধূমপান বিরোধী সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় আরো উপস্থিত ছিলেন মো. জাকির হোসেন, হাসান আসকারী, মো. উবায়দুল হক পাটোয়ারী, মো. কাইয়ুম খোকন, এহেতেশাম হিমেল, মো. মিলন, মো. রাসেলসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। সমাবেশ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে তামাক পণ্যের প্রচারণাকারী তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানান বক্তারা।

প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে হাজী মো. শামসুজ্জোহা বলেন, হার্ট ও শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কার্যকর রাখতে বিড়ি, সিগারেটসহ সকল প্রকার তামাক পণ্য বর্জন করতে হবে। আমাদের তরুণ সমাজকে তামাক থেকে দুরে রাখতে হবে। দেশী-বিদেশী বহুজাতিক তামাক কোম্পানীগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর আড়ালে নিজেদের পণ্যের প্রচার ও সরকারী বিভিন্ন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করে। এদের প্রতিহত করা জরুরী।

হেলাল আহমেদ বলেন, দেশে করোনা দূর্যোগকালেও তামাক কোম্পানীগুলোর প্রতারণা বন্ধ নেই। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থা যেমন: সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ, বিজিবিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে গাছের চারা রোপণ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই বিতরণের আড়ালে নিজেদের প্রমোশন চালিয়ে যাচ্ছে, প্রভাব বিস্তার করছে। যুবসমাজকে তামাকে আসক্ত করতে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি। এদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে প্রশাসনিক উদ্যোগ জরুরী।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা (৫) এর উপধারা-৩ অনুসারে, কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবে না বা করাইবে না। এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘণকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

পাবলিক পরিবহনে মানা হচ্ছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

রাজধানীতে শতভাগ পাবলিক পরিবহন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানা হচ্ছে না। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজধানীর ২২টি বাস রুটে এবং ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রসসেকশোনাল জরিপ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। জরিপে যায়, ৯১.৩% বাসের চালক ও হেলপার সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে। ১০০% পাবলিক পরিবহন (বাস) এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শন পাওয়া যায়। জরিপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয়, ঢাকা শহরের ১০০% পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

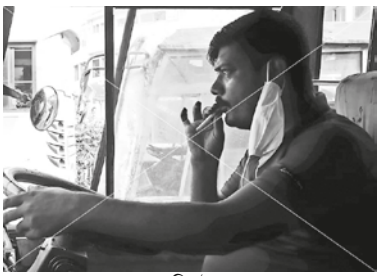

ছবি: সৈয়দা অনন্যা রহমান

৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আয়োজনে বিআরটিএ সদর কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে "পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেসলাইন সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয়' শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) কর্মসূচি আয়োজনে সহযোগিতা করে। সভায় গবেষনা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিআরটিএ চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব নুর মোহাম্মদ মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিআরটিএ সচিব খন্দকার অলিউর রহমান, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) বাংলাদেশ এর লীড কনসালটেন্ট ড. শরিফুল ইসলাম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক (স্বাস্থ্য এবং ওয়াস সেক্টর) ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআরটিএ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান।

বক্তারা বলেন, কোন পাবলিক পরিবহনে আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন না করে থাকে তাহলে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ যাতে পরিবহনের ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান না করেন। তাহলে অবশ্যই সকল পরিবহন মালিক কর্তৃপক্ষ আইন মানতে বাধ্য হবেন। এছাড়া একই সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে সকল বাস কাউন্টারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন করতে হবে। বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বাস চালক ও শ্রমিকদের তামাক নিয়ন্ত্রন আইন মানতে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন ও উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে পাবলিক পরিবহনে সকলের জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রধান অতিথি'র বিআরটিএ চেয়ারম্যান **নূর মোহাম্মদ মজুমদার** বলেন, সকল পরিবহণে ধূমপানমুক্ত চিহ্নিত সাইনেজ স্থায়ীভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে চালক ও হেলপারদের সচেতন করা হবে। যারা সচেতন করার পরেও আইন মানবে না তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি'র সহ-সভাপতি এ্যাভোকেট মাহবুবুর রহমান, সায়দাবাদ বাস মালিক সমিতি'র সভাপতি আবদুল কালাম প্রমূখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সহ: পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক, গুলশান অঞ্চল) নিউটন দাস, সিটিএফকে'র গ্রান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ প্রমূখ।

হোটেল-রেস্তোরায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে না -জরিপের তথ্য প্রকাশ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) এর যৌথ উদ্যোগে "ঢাকা শহরের রেস্তোরায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যবেক্ষণ জরিপের ফলাফল ও গণমাধ্যমের ভূমিকা" শীর্ষক অনলাইন সভা ২১ জুলাই, ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ ধূমপান তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর বাস্তবায়ন ও এর দূর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

এটিএন বাংলা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণ এর পরিচালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভায় জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০১৯ সালের জুন মাসে "ঢাকা শহরের রেস্তোরায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা" শীর্ষক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার মোট ৩৭১টি রেস্তোরায় (উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২১১টি এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৬৬টি) জরিপ পরিচালিত হয় ।

জরিপে ৩৭১টি রেস্তোরায় ৯৮ শতাংশে সামগ্রিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন (ধূমপানমুক্ত না রাখা এবং এ সংক্রান্ত নোটিশ প্রদর্শন না করাসহ আইনের অন্যান্য ধারা) লংঘনের চিত্র উঠে আসে। জরিপে ৩৪% রেস্তোরায় ধূমপানের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। ১৭.৩% রেস্তোরায় সরাসরি ধূমপানের দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ২৯.৪% রেস্তোরায় সিগারেটের উচ্ছিষ্টাংশ/ছাঁই দানি পাওয়া যায় এবং ২.৬% রেস্তোরায় ধূমপানের গন্ধ পাওয়া ছে। অন্যদিকে, ৯৮% রেস্তোরায় আইন অনুযায়ী ধূমপান বিরোধী সতর্কতামূলক নোটিশ/সাইনেজ পাওয়া যায়নি এবং ৯২% রেস্তোরায় কোন ধরনের ধূমপান বিরোধী সতর্কতামূলক বার্তা/নোটিশ পাওয়া যায়নি।

সভায় সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান (পাটা বাংলাদেশ চ্যাপ্টার) শহিদ হামিদ, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ বাংলাদেশের গ্রান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া, প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারন সম্পাদক হেলাল আহমেদ।

বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ-এটিজেএফবি এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

“তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন: বর্তমান অবস্থা ও করনীয়” বিষয়ক অনলাইন আলোচনা সভা

“তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন: বর্তমান অবস্থা ও করনীয়” শীর্ষক সরাসরি সম্প্রচারিত আলোচনা অনুষ্ঠান ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ রাত সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট’র সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, ফরিদপুরের সালথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মাদ হাসিব সরকার, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম ও সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশানার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট’র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান। বক্তাগণ তাদের আলোচনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দূর্বলতা ও তা দূরীকরণে সরকারী-বেসরকারী সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ

“তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ” শীর্ষক ফেসবুক আলোচনা অনুষ্ঠান ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ রাত সাড়ে ৭ টায় অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোহসিন মিয়া, গাজীপুর সিভিল

সার্জনের কার্যালয়ের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা পুলক কুমার চক্রবর্তী, সোস্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট ফোরাম (সাফ), কুষ্টিয়া এর নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক, ডিডিপি- সিরাজগঞ্জ এর নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের সহ: প্রকল্প কর্মকর্তা মো. আবু রায়হান। আলোচনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম ও আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা, প্রতিবন্ধকতা ও সমাধানে সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

এনসিডিসি লাইন ডাইরেক্টরের সাথে স্বাক্ষাৎ

তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল ২৭ আগস্ট ২০২০ বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনসিডিসি) এর লাইন ডাইরেক্টর ডা. মো. হাবিবুর রহমান এর সাথে তার কার্যালয়ে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাক্ষাৎ করে।

স্বাক্ষাৎকালে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রণীত আইন ও নীতিসমূহ সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি- এফসিটিসি’র অর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ, কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে পান, জর্দ্দা, এবং গুল সেবন ও যত্রতত্র কফ-থুতু, পানের পিক ফেলা নিষিদ্ধে নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায় প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীলকরণে এনসিডিসি’র পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘দি ইউনিয়ন’ এর কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, এনিসিডিসি-স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট’র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের পক্ষে মো. আবু রায়হান।

তামাক কোম্পানিগুলো তরুণদের আকর্ষণ করতে বছরে ৯০০ কোটি ডলার ব্যয় করে

তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্বব্যাপী তরুণদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের প্রতি আকৃষ্ট করতে বছরে ৯০০ কোটি ডলার ব্যয় করে। আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২০ উপলক্ষে ১৩ আগস্ট গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তামাক বিরোধী সংগঠন প্রজ্ঞা।

বিবৃতিতে বলা হয়, “তরুণ জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করেই বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে উপনীত হতে চায়। “যাদের দক্ষতা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। সম্ভাবনাময় সেই তরুণ জনগোষ্ঠী শুধু তামাকের কারণে দেশের সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।”

তামাক কোম্পানির প্রলোভনে উঠতি বয়সীদের মাঝে তামাকজাত পণ্য সেবনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। টোব্যাকো অ্যাটলাসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ লাখ ৭২ হাজারের বেশি।

"ধূমপায়ীর এই হার মানব উন্নয়ন সূচকে মধ্যম সারির অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ১.৮৬ শতাংশ বেশি, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট ২০১৪ অনুযায়ী, প্রায় ৯০ শতাংশ সিগারেট ধূমপায়ী ১৮ বছর বয়সের মধ্যে প্রথমবার ধূমপান শুরু করে।"

প্রজ্ঞা'র নির্বাহী পরিচালক **এবিএম জুবায়ের** বলেন, "তামাকাসক্ত অসুস্থ তরুণ প্রজন্ম উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে কোনোভাবেই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না। এজন্য তামাকের ছোবল থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে হবে, যা এখন সময়ের দাবি।"

তিনি আরো বলেন, "তামাক ব্যবহারজনিত রোগে বাংলাদেশে বছরে ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাক কোম্পানিগুলো এই ভোক্তা হারানোর শূন্যতা পূরণে শিশু-কিশোর ও তরুণদের টার্গেট করে। আমাদের তরুণদের রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব।"

'তামাক পণ্যের প্রচারণা নিয়ন্ত্রণ ও আইন বাস্তবায়ন' বিষয়ক সভা

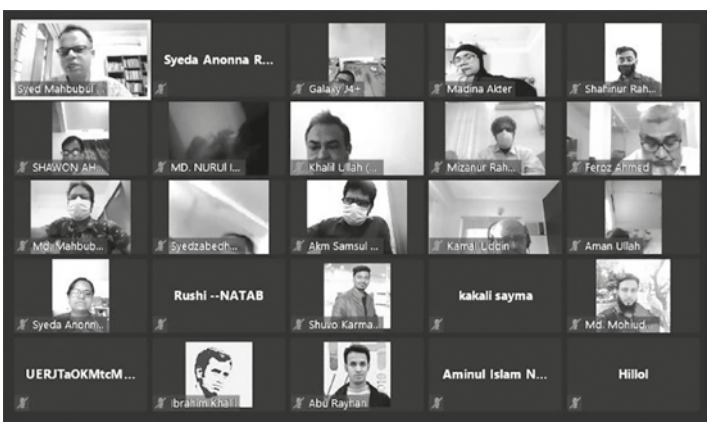

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান ও আইন বাস্তবায়নে করনীয় বিষয়ে একটি অনলাইন আলোচনা সভা ১৬ জুলাই, ২০২০ সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) দি ইউনিয়নের কারিগরী সহায়তায় উক্ত সভা আয়োজন করে। নাটাব টোব্যাকো কন্ট্রোল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন এর সভাপতিত্বে সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সচিবালয়ের পক্ষে সৈয়দা অনন্যা রহমান সভাটি সঞ্চালনা করেন। ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৬টি জেলার (ঢাকা, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল) জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় ও পৌরসভার নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

বক্তারা কোভিড-১৯ এর সাথে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে ব্যাপক পরিসরে প্রচারণা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সক্রিয়তা বাড়ানো, পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ স্থাপন, আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনের উদ্যোগে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং আইন লঙ্ঘণকারী তামাক কোম্পানি ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্সেশন, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল-ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটিসহ তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

বাজেট অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি হয়নি কোন জর্দার
-গবেষণা ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশের প্রায় সকল জর্দা ফ্যাক্টরী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট উপেক্ষা করে জর্দা বাজারজাত করছে। উপরন্তু, মাথাপিছু আয় ও মুদ্রাস্ফীতি অনুযায়ী জর্দার দাম বাড়ানো হয়নি বিধায় এ বাজেট জর্দার বাজার এবং বিক্রতাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। সম্প্রতি "বাজেট পরবর্তী জর্দার মূল্য বৃদ্ধি" সংক্রান্ত এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বেলা ১১টায় জুমের মাধ্যমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল-ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এ গবেষণা পরিচালনা করে।

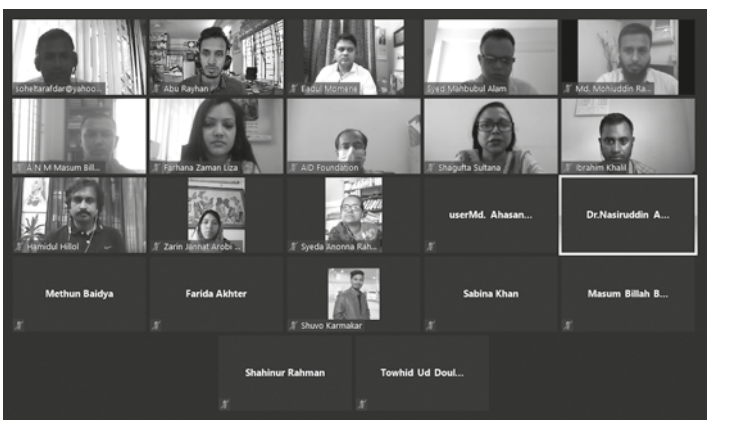

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট পাশ হওয়ার ৩০ দিন পর উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেশের ৬টি জেলা (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর) শহরের মূল পাইকারি বাজারের পাইকারি দোকান হতে একই সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জর্দার বর্তমান বিক্রয় মূল্য ও বাজেট পূর্ববর্তী বিক্রয় মূল্য নিয়ে করা এ গবেষণায় মোট ১২৫টি জর্দার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, বাজেটের আগে যে মূল্য ছিল বাজেটের পরেও অধিকাংশ জর্দার ক্ষেত্রেই পূর্বের মূল্য বহাল রয়েছে। বাজেটের পরবর্তী সময়ে মাত্র ০.৪৩ শতাংশ জর্দার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে যে কয়েকটি জর্দার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সেগুলো পূর্বের মূল্য থেকে মাত্র ১ থেকে ২টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র কয়েকটিতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫টাকা। গড়ে এই দাম বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৭২ টাকা। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিতে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা বাস্তবে ক্রেতাদের উপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, পাসকৃত বাজেট মূল্য অনুযায়ী জর্দা বিক্রয়ের হার ০শতাংশ। অর্থাৎ, সংগ্রহকৃত ১২৫টি জর্দার কোনটিই ২০২০-২১ অর্থ বছরে পাশকৃত বাজেটে উল্লেখকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে না। সুতরাং এ ফলাফলে এটিই প্রতীয়মাণ হয় যে, মূলত জর্দার বাজারে বাজেটের কোনই প্রভাব পড়েনি, এমনকি প্রভাব পরেনি বিক্রেতাদের উপরও । তবে, বাজেট অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি করা হলে তা রাজস্ব বোর্ডের কর বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো। এবং পাশাপাশি ভোক্তাদের ব্যবহারেও প্রভাব ফেলতে পারতো।

বাজেট অনুযায়ী ৫ গ্রাম জর্দার মূল্য ২০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বাজারে প্রাপ্ত এসকল জর্দার মূল্য ছিল ৩ টাকা থেকে ১৬ টাকা। পাশাপাশি বাজেট অনুযায়ী ১০ গ্রাম জর্দার মূল্য ৪০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বাজার ঘুরে দেখা যায় অধিকাংশ ১০ গ্রাম জর্দা বিক্রয় করা হচ্ছে ৮ টাকা থেকে ২০ টাকায়। একই চিত্র প্রায় সকল জর্দার ক্ষেত্রেই। ফলে বাজেটে

ধোঁয়াবিহীন তামাকের মূল্য বৃদ্ধি করা হলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ ধোঁয়াবিহীন তামাকের সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে পরিস্থিতির উন্নয়নে বেশকিছু সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশগুলো হলো: ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা; সঠিক মনিটরিং এর জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যকে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং-এর আওতায় আনা; রাজস্ব ফাঁকি রোধে প্রতিটি ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য বারকোড পদ্ধতিতে কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের সর্বনিম্ন ওজন ও সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া; নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা না হলে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এছাড়া মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে এবং সঠিক পদ্ধতিতে কর আদায় করতে প্রতিটি এলাকায় তামাকপণ্যের পরিবেশককে টার্গেট করে ছোট-বড় সকল তামাক কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা; তালিকা অনুযায়ী অনিবন্ধিত তামাক কোম্পানিকে নিবন্ধনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর নিবন্ধন রি-ইস্যু বাধ্যতামূলক করা; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেসকল তামাক কোম্পানি নিবন্ধন না করবে তাদের পন্য ধ্বংস ও বাজেয়াপ্ত করা, সেই সাথে তাদেরকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ডের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা; নিবন্ধনে উল্লেখিত ব্র্যান্ড বাদে অন্য কোন ব্র্যান্ড বাজারে পেলে এবং নিবন্ধনে উল্লেখিত এলাকা বাদে অন্য এলাকায় ঐ পণ্য পেলে সেই পণ্য ধ্বংস ও বাজেয়াপ্ত করা, সেই সাথে তাদেরকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ডের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন নাটাব এর নির্বাহী পরিচালক মো. কামাল উদ্দিন, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র প্রকল্প সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. রুমানা হক, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী ফরিদা আখতার, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম প্রমূখ। সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন টিসিআরসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা এবং সঞ্চালনা করেন টিসিআরসি'র সদস্য সচিব ও সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান।

তামাক কর বিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর যৌথ আয়োজনে "ইকোনোমিক্স অব ট্যোবাকো ট্যাক্সেশন: পাবলিক হেলথ পার্সপেক্টিভ" শিরোনামে তামাক কর বিষয়ক ৩দিনের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় মিটিং সফটওয়ার জুমে এ প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে ২৮ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে শেষ হয়।

তামাক কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের ভোক্তা কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে তামাক কর, কর প্রশাসন, তামাক কোম্পানির কূটচালসহ নানা বিষয় নিয়ে এ প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়। একইসঙ্গে জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সময়োপযোগী একটি জাতীয় তামাক কর নীতির খসড়া নিয়েও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সবার মতামত নেওয়া হয়।

তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভার্নেন্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক এসএম আব্দুল্লাহ।

কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষক ছিলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনার অফিসার ডা. সৈয়দ মাহবুবুল আলম ও যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। তৃতীয় দিনে প্রশিক্ষণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য আমিনুর রহমান এবং বিইআরের ফোকাল পার্সন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক প্রশিক্ষক হিসেবে কর প্রশাসন ও জাতীয় তামাক কর পলিসি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

বিইআরের তামাক কর প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল হিল্লোল এর সঞ্চলনায় অধ্যাপক ড. রুমানা হকের সমাপণী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান শেষ হয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দি ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও তামাক নিংন্ত্রণ কর্মীরা অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকলে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধিতে একসাথে কাজ করারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে যুবদের অংশগহণ জরুরী

মূল্য ও কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে যুবদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। পরিকল্পিত যুব-উদ্যোগ তামাক কোম্পানীর অপকৌশলকে প্রতিহত করে দেশে একটি সময়োপযোগী ও শক্তিশালী তামাক কর কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই তামাক কর কার্যক্রমে যুব অংশগ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি।

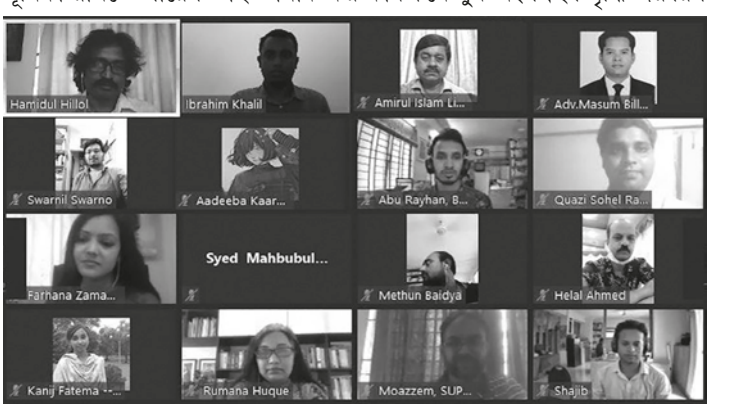

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর উদ্যোগে আয়োজিত 'তামাক কর কার্যক্রমে যুব অংগ্রহণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা একথা বলেন। অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্ম জুম-এ ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে আন্তর্জাতিক সংস্থা দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক **এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নসহ তামাক বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনায় বাংলাদেশ বর্তমানে যে পর্যায়ে রয়েছে তার পিছনে তরুণদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আশা করি তামাকের কর বৃদ্ধিতেও যুবরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক **হেলাল আহমেদ** বলেন, তামাক কর কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ খুব জরুরি। কারণ যুবদের ছাড়া কোনো ক্যাম্পেইন টেকসই হয় না। যুবরা যদি তামাক কর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাহলে তারা একটানা অনেক দিন দেশে তামাকমুক্তকরণে কাজ করতে পারবে। এজন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। তামাক কোম্পানি তাদের ব্যবসা প্রসারের জন্য তরুণদের টার্গেট করে থাকে, সেই তরুণদেরকেই তামাক কোম্পানির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিইআর'র ফোকাল পার্সন **ড. রুমানা হক**। তিনি বলেন, পৃথিবীর যে কোন ইতিবাচক আন্দোলনে মূল চালিকা শক্তি হলো যুবশক্তি। উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড যুবদের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে আমরা দেশকে তামাকমুক্তকরণের পদক্ষেপ হিসাবে তামাক কর ব্যবস্থাকে সংস্কার করে সময়োপযোগী করার যে দাবী জানাচ্ছি সেটাতে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এসব যুবদের নেতৃত্বেই আগামী দিনে আমরাদেশকে তামাকমুক্ত করতে পারবো বলে প্রত্যাশা করছি। বিএনটিটিপি এর প্রকল্প কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএনটিটিপি'র গবেষণা সহযোগী আদিবা কারিন। বাংলাদেশে তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের তরুণ ও অভিজ্ঞ সদস্যগণ তামাক কর কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যে কর ফাঁকি রোধে মনিটরিং জরুরি

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ জর্দ্দা, গুলসহ অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। অথচ ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানি থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে সামান্য পরিমাণ। কারণ এসকল কোম্পানি কর ফাঁকিসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উপর উচ্চহারে করারোপ ও কোম্পানিগুলোকে জবাদিহিতার আওতায় আনার দাবী জানিয়েছেন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। ২০ জুলাই ২০২০ টিসিআরসি'র আয়োজনে ফেসবুকে প্রচারিত "ধোঁয়াবিহীন তামাককে করের আওতায় আনতে বাজার মনিটরিং জরুরি" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা উক্ত দাবী জানান।

আলোচনায় অংশ নেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক এবং তামাক বিরোধী নারী জোটের আহ্বায়ক ফরিদা আখতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট কমিশনারেট-এর ডেপুটি কমিশনার মো. তারিক হাসান এবং দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। ২০২০-২১ অর্থবছরে পাশকৃত ধোঁয়াবিহীন তামাকের বাজেট, এর বাজার ব্যবস্থা ও ধোঁয়াবিহীন তামাকের কর বৃদ্ধিতে করণীয় সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের সদস্য সচিব ও সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

"তামাক কর ও কোম্পানির হস্তক্ষেপ" বিষয়ক গবেষণা ফলাফল প্রকাশ

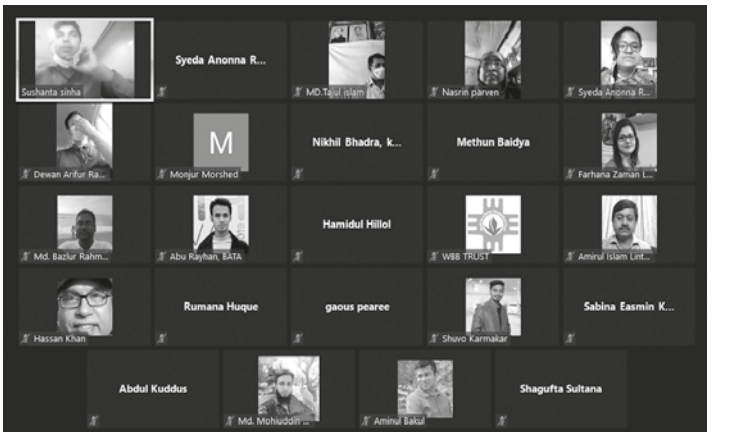

তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ প্রত্যাশী নীতি নির্ধারক ও জনপ্রতিনিধিরা দীর্ঘদিন যাবত তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে আসলেও প্রতিবছর তামাক কোম্পানীগুলো তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করতে গ্রহণ করে নানা কৌশল।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট সম্প্রতি পরিচালিত "তামাক কর ও কোম্পানির হস্তক্ষেপ" বিষয়ক এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বেলা ১১টায় 'জুম' এর মাধ্যমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উক্ত গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

গবেষণা ফলাফলে উল্লেখ করা হয়, সরকারের ১০ সাংসদ দাবি করেছেন ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির উপর যে কর ধার্য্য করা হয়েছে সেটি অনেক বেশী এবং সে তুলনায় সিগারেটের উপর সেভাবে কর বৃদ্ধি করা হয়নি। তারা বিড়ির উপর শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে অর্থমন্ত্রনালয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। কিছু বিড়ি কোম্পানি সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে ব্যান্ডরোল ক্রয় না করে দেশের চোরাচালানি চক্রের কাছ থেকে নাম মাত্র মূল্যে নকল ব্যান্ডরোল ক্রয় করে বিড়ির প্যাকেটে লাগিয়ে বৎসরে কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে। বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও বাজেট ঘোষনার কিছুদিন আগে থেকে তামাক কোম্পানিগুলোর দ্বারা অবৈধভাবে সিগারেট গুদামজাত ও বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মূল্য বৃদ্ধি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার পর তামাক কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের স্বপক্ষে প্রচার প্রচারণা ছিল চোখে পড়ার মত। এমনকি সরকার তামাকের কর ও মূল্য নির্ধারণ করার পরেও ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো তাদের সুপারিশকৃত একটি মূল্য তালিকা পেশ করে। তাছাড়া তামাকের মূল্য কমানোর লক্ষ্যে বর্তমান সময়ে ফেসবুক ও ইউটিউবে অসংখ্য ছোট ছোট ভিডিও লক্ষ্য করা গেছে। বিড়ি শ্রমিকরা 'বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের ব্যানারে ২০২০-২১ বাজেটে বিড়ির উপর বৈষম্যমূলক শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সামনে মানববন্ধন করে এবং চেয়ারম্যান বরাবর বিড়িতে শুল্ক কমানোসহ ৫ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে পরিস্থিতির উন্নয়নে বেশকিছু সুপারিশ করা হয়েছেঃ

ক) দীর্ঘমেয়াদী ও যুগোপযোগী কর কাঠামো প্রণয়ন করা **খ)** তামাক কোম্পানি কর্তৃক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে সরকারীভাবে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করা; **গ)** তামাক পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং সিস্টেম চালু করা এবং এ ডিজিটাল বারকোড ব্যবহার করা।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র প্রকল্প সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. রুমানা হক, টিসিআরসি'র সদস্য সচিব ও সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান, যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, দৈনিক কালের কণ্ঠ'র সিনিয়র রিপোর্টার নিখীল ভদ্র, ডাস এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারন সম্পাদক হেলাল আহমেদ প্রমূখ।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগী সংগঠন জতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ডিডিপি, প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, ডাস বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিং, সেতু, ধ্রুব ফাউন্ডেশন, ইলমা, আরডিএসএ, এসিডি, ভিডিও, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, প্রজন্ম, ধূনিক, সিডাস এবং শেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় অংগ্রহণ করেন।

স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং হতে পারে তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর হাতিয়ার -ওয়েবিনারে বক্তারা

তামাকজাত পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং হতে পারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার। যা তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০, বুধবার "স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: প্রতিবন্ধকতা ও বাস্তবায়নে করণীয়" শীর্ষক একটি ওয়েবিনারে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ওয়েবিনার আয়োজন করে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিসিআরসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও গবেষণা সহকারী ফারহানা জামান লিজা। তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে অংশ নেন।

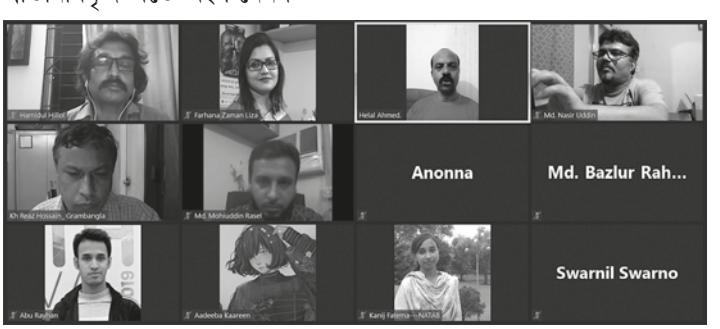

শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সচিবালয়ের পক্ষে **সৈয়দা অনন্যা রহমান** বলেন, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং মডেলটি বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি বাঁধার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্যাকেট ওর্য়ানিং এর ক্ষেত্রে যেমন কোম্পানিগুলো নিজেদের সুবিধার দিকটাই গুরুত্ব দিয়েছে, সেই সুযোগটি তাদেরকে আর দেওয়া যাবে না।

স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং-এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর কাঠামো তুলে ধরে মূল প্রবন্ধে **ফারহানা জামান লিজা** বলেন, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বাস্তবায়ন হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আমরা আরো একধাপ এগিয়ে যেতে পারবো। সহজতর হবে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মনিটরিং এবং ভোক্তার অধিকার নিশ্চিতসহ তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা হ্রাসে সচেতনা বৃদ্ধিতে কাজ করবে এই মডেল।

অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রজেক্ট ম্যানেজার **হামিদুল ইসলাম হিল্লোল** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের যে কোন বিষয় বাস্তবায়ন দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সব কিছুর পরও আমরা সব সময়ই সফলতা পেয়েছি এবং এই ক্ষেত্রেও আমরা সফল হবো এটাই আমার বিশ্বাস। জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যত প্রতিবন্ধকতাই আসুক সেগুলোকে নিয়ে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার **আবু নাসের অনিক** বলেন, খোলা তামাক বিক্রয় ও খুচরা শলাকা বিক্রয় তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম অন্তরায়। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং এই সমস্যা সমাধানের একটি পথ হতে পারে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মহারাষ্ট্রে ইতোমধ্যেই খোলা তামাক ও খুচরা শলাকা বিক্রয় বন্ধ করেছে তাদের সরকার। আমাদের দেশেরও উচিৎ প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে এসব খোলা তামাক ও খুচরা শলাকা বিক্রয় বন্ধ করা।

গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির এ্যাডভোকেসি ম্যানেজার **খন্দকার রিয়াজ হোসেন** বলেন, টিসিআরসি যে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং মডেলটি তুলে ধরেছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এটি বাস্তবায়নে আমরা সরকারকে সবচেয়ে বড় ভুমিকা রাখতে হবে। আমরা সবাই একসাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে কাজ করছি, এ আন্দোলনটিও আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করবো।

আর্ন্তজাতিক সংস্থা ভাইটাল স্ট্রাটেজিস- এর কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ) **মো. নাসির উদ্দিন শেখ** বলেন, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। তবে সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে এই আন্দোল কে আরো জোরদার করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের সোস্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে এবং পাশাপাশি প্রেস মিডিয়াকেও এগিয়ে আসতে হবে।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাষ্টের পরিচালক **গাউস পিয়ারি** বলেন, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়নে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে। সেই সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বাস্তবায়িত হলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বিএসটিআই-এর বাজার মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর আদায়ের জন্যও এটি একটি রোল মডেল হতে পারে।

সভাপতির বক্তব্যে প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল **হেলাল আহমেদ** বলেন, একটা সময় কেউ ভাবতে পারেনি যে, তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলনেও অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিলো। কিন্তু আশাহত না হয়ে আমরা আন্দোলন চালিয়েছি যার ফল পেয়েছি। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রেও আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

সমাপনী বক্তব্যে টিসিআরসির সদস্য সচিব ও প্রকল্প পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক **মো. বজলুর রহমান** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বিভিন্ন দূর্বলতা খুঁজতে এই স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং এর প্রয়োজনীয়তা। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের মতামতের ভিত্তিতে টিসিআরসি এই মডেলটি প্রস্তাব করে। ইতোমধ্যেই এই মডেল জনহপকিন্স ইউনিভার্সিটির নজর এসেছে। তারাও এই মডেলটি নিয়ে কাজ করছে। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং মডেলটি ইতোমধ্যেই জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে করোনা মহামারীর কারণে এটি বাস্তবায়নে কিছুটা দেরি হলেও আশা করা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই এটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হবে। টিসিআরসি'র প্রজেক্ট অফিসার মো. মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে আরো বক্তব্য দেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রজেক্ট অফিসার আবু রায়হান, নাটাবের প্রতিনিধি কানিজ ফাতেমা রুশি প্রমূখ।

অনলাইন কর্মসূচি আয়োজনে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

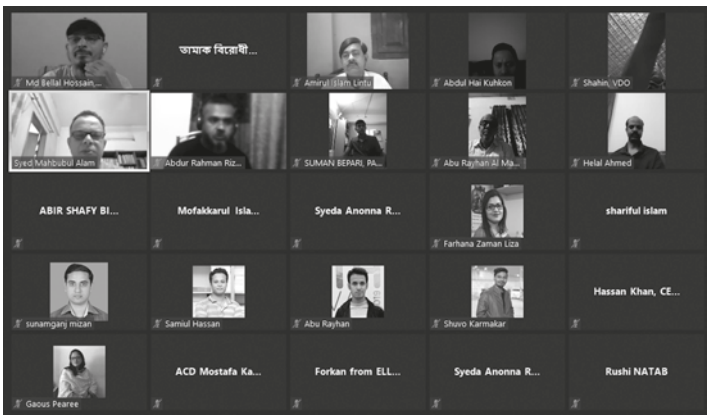

করোনা প্রাদুর্ভাবের এই সময়ে মানুষের প্রাত্যহিক অনেক কর্মকান্ড প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। কিন্তু, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী জ্ঞান স্বল্পতার ফলে মানুষের অনেক কর্মকান্ড ব্যহত হয়ে পড়ছে, নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট তার স্থানীয় সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের কারগিরী দক্ষতা বৃদ্ধিতে "অনলাইন কর্মসূচি আয়োজনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি প্রশিক্ষণ" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করে।

২২ ও ২৩ জুলাই ২০২০ দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জোটের বাছাইকৃত ২০টি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রথম দিনে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ ও দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামার্শক এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। মিটিং সফটওয়্যার 'গুগল মিট' ও 'জুম' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে ডেসকো'র সহকারী প্রকৌশলী আবীর শাফিম বিন্দু ও টিসিআরসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা। প্রথম দিনের কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান।

২৩ জুলাই কর্মশালায় দ্বিতীয় দিনে মিটিং সফটওয়্যার 'মেসেঞ্জার রুম' ও সরাসরি সম্প্রচার মাধ্যম 'স্ট্রিমইয়ার্ড' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 'মেসেঞ্জার রুম' সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব ও 'স্ট্রিমইয়ার্ড' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহ: প্রকল্প কর্মকর্তা মো. আবু রায়হান। 'স্ট্রিম ইয়ার্ড' বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন।

কর্মশালায় সমাপনী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ**। তিনি বলেন, করোনা আমাদের জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং সামাজিকভাবে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরী করেছে প্রযুক্তি সেই প্রতিবন্ধকতা ও দূরত্ব অনেকাংশে দুর করেছে।

তিনি আরো বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ জনস্বার্থে যে সকল সামাজিক কাজ চলমান রয়েছে করোনা পরিস্থিতিতেও সেগুলো চলমান রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য আমাদের সকলের উচিৎ কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করা। নিজের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া। সফলভাবে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদেরকে বাংলাদেশ তামাক তামাক বিরোধী জোটের পক্ষ্যে সনদ পত্র প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামে গণপরিবহণে 'ধূমপানমুক্ত সাইন' স্থাপনের উদ্যোগ

চট্টগ্রাম শহরে গণপরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়নে কাজ করছে উন্নয়ন সংস্থা ইপসা। 'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইপসা'র পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি বেলায়েত হোসেন বেলালকে "ধূমপানমুক্ত সাইনেজ" প্রদান করা হয়। ১৯ আগস্ট ইপসা'র পক্ষ থেকে সাইনেজ তুলে দেন প্রোগ্রাম অফিসার মো. ওমর শাহেদ হিরো। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রামের সকল গণপরিবহণে ধূমপানমুক্ত সতর্কতামূলক নোটিশ নিশ্চিত করা হবে বলে জানান বেলায়েত হোসেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে চ.সি.ক এর ২ কোটি টাকা বরাদ্দ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২০১৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে বাজেট বরাদ্দ করে আসছে। ২০২০-২১ অর্থবছরেও তামাক নিয়ন্ত্রণে ২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। 'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম' শহর গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন (ইপসা) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে।

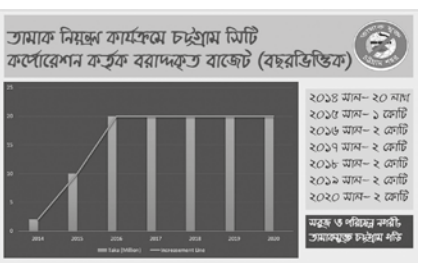

ইপসা'র পক্ষ থেকে জানানো হয়, তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। তামাক নিয়ন্ত্রণের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের বরাদ্দকৃত বাজেট আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতিশীল ও 'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম' বাস্তাবায়ন ত্বরান্বিত করবে।

দেশে ১৫ শতাংশ অগ্নিকান্ডের জন্য দায়ী সিগারেট

দেশে অগ্নিকান্ডের অন্যতম বৃহৎ কারণ জলন্ত সিগারেটের ফেলে দেওয়া টুকরার আগুনে। শতকরা ১৫ শতাংশ অগ্নিকান্ডের উৎস এই সিগারেটের টুকরো। তবে দেশে সবচেয়ে বেশি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটছে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে। এরপরে রয়েছে চুলার আগুন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের গত বছরের বার্ষিক পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য ওঠে এসেছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে ২৪ হাজার ৭৪টি। এর মধ্যে সিগারেটের টুকরো থেকে আগুন লাগে চার হাজার ১৫৩টি, যা মোট অগ্নিকান্ডের ১৫ শতাংশ। সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নিকান্ডে ক্ষতির পরিমাণ ১৮ কোটি ১৯ লাখ টাকা প্রায়। পাবলিক প্লেসগুলো শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে ধূমপানের মাধ্যমে সৃষ্ট অগ্নিকান্ড কমিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। *তথ্যসূত্র: শেয়ার বিজ, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০*

মিয়ানমারে অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা

মিয়ানমারে স্থায়ী সচিবের অনুমতি ছাড়া তামাক কোম্পানির প্রতিনিধির সাথে মন্ত্রণালয়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের যে কোনো ধরনের মিটিংয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। শুধু তাই নয়, কোনো ধরনের মিটিং হলেও তার বিস্তারিত তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে এ আচরণ বিধি কার্যকর করায় মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানিয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দি ইউনিয়ন।

প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, নতুন নির্দেশিকা (৯১/২০২০) অনুযায়ী তামাক কোম্পানির সাথে যে কোনো বৈঠক করতে মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিবের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। একইসঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে স্বচ্ছতা বাড়াতে তামাক কোম্পানির সাথে ওই বৈঠকের তথ্য প্রকাশের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বৈঠকের বিবরণ হিসেবে সাক্ষাতের সময়, তারিখ, উদ্দেশ্য, সাক্ষাতের অবস্থান, আলোচ্য বিষয় এবং উপস্থিতি - এসব তথ্যের রেকর্ড নিশ্চিত করতে হবে। তবে ওই বৈঠক আয়োজনের আগে তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের সাথে আগে থেকে সভার ব্যবস্থা করার জন্য সম্মতি চাইতে হবে এবং সভাটি কঠোরভাবে গোপন রাখতে হবে। কারণ কেবল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ ইউনিট জনগণের কাছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করার অধিকার রাখে।

এদিকে মিয়ানমারের এ নির্দেশনার জন্য দেশটির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে দি ইউনিয়নের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. তারা সিং বাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে মিয়ানমারের এ সিদ্ধান্ত তামাকমুক্তকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এ নির্দেশনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল-এফসিটিসি'র ৫.৩ আর্টিকেল অনুযায়ী পাবলিক পলিসিতে কোম্পানির হস্তক্ষেপ রুখতে দুর্দান্ত প্রয়োগ। তিনি আরো বলেন, জনস্বাস্থ্য এবং তামাক শিল্পের আগ্রহের মধ্যে মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা আশাবাদী, মিয়ানমারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও তামাক কোম্পানির প্রভাব রোধ করতে কঠোর আচরণবিধি গ্রহণ করবেন।

সম্প্রতি, মিয়ানমার তামাক নিয়ন্ত্রণে তাদের দেয়া প্রতিজ্ঞা দুর্দান্তভাবে কার্যকর করছে। ইতোমধ্যে তামাক পণ্যের প্যাকেটের ৭০ শতাংশ জায়গাজুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কতা বিষয়ক ছবি প্রকাশ করার নিয়ম কার্যকর করেছে। একইসঙ্গে দেশ তামাকমুক্তকরণে যেসব বিধি রয়েছে তা শতভাগ পালন করছে। এছাড়া সবধরনের তামাকজাত পণ্যের একইরকম প্যাকেজিং চালু করার এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যদিও দেশটিতে এখনো তামাকের ব্যবহার কমানোর হার আশাব্যঞ্জক নয়।

২০১৪ সালের তথ্যানুযায়ী, দেশটির ২৬.১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ধূমপান করে। একইসঙ্গে ধোঁয়াহীন তামাক ব্যবহার করে ৪৩.২ শতাংশ মানুষ। দেশটির তামাক কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্যে রয়েছে তরুণরা। বর্তমানে দেশটির তরুণদের মধ্যে ১১ শতাংশ ধূমপান ও ৬ শতাংশ ধোঁয়াহীন তামাক ব্যবহার করে।

করোনাকালে ধূমপান কমেছে রাজশাহীতে!

রাজশাহীতে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ধূমপানের প্রবণতা কিছুটা কমেছে। করোনার আগে অনেক ধূমপায়ীর দিনে যেখানে এক প্যাকেট সিগারেট লাগতো এখন তারা ৪-৫টা সিগারেটেই দিন পার করছেন। আবার অনেক ধূমপায়ী ইতোমধ্যেই ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। অনেকেই ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি ভাবছেন। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি'র উদ্যোগে রাজশাহীর বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ৫৪ জন ধূমপায়ীর সঙ্গে সাক্ষাতে এবং মোবাইল ফোনে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

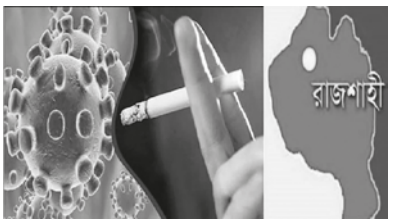

এদের মধ্যে ৪ জন ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন, ৩৫ জন ধূমপান কমিয়ে দিয়েছেন (এদের মধ্যে ১৩ জন ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন), বাকি ১৫ জন আগের মতো ধূমপান করছেন তবে এদের মধ্যে ৭ জন করোনায় আক্রান্তের ভয়ে সিগারেটের পুরো প্যাকেট ক্রয় করে ধূমপান করছেন বলে জানা গেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, প্রতিদিন 'ডাব্লিউএইচও' কিংবা 'আইইডিসিআর'র সতর্ক বার্তা শুনতে শুনতে ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। পাশাপাশি বন্ধু-বান্ধব ও পাশের জনকেও ধূমপান ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করছি।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডা. মো. মোহাইমেনুল হক** বলেন, আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বের হওয়া ড্রপলেট থেকে করোনা ছড়ায়। সেই ব্যক্তি যদি ধূমপায়ী হয় তাহলে তার ধূমপানের ধোঁয়া থেকেও করোনা ছড়াতে পারে এবং এক্ষেত্রে ঝুঁকি আরো বেশি। করোনা আক্রান্তের প্রধান ক্ষেত্র হলো শ্বাসযন্ত্র ও ফুসফুস। যা ধূমপায়ীদের আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত থাকে। সুতরাং আক্রান্ত ব্যক্তি ধূমপায়ী হলে তার মৃত্যুর সম্ভাবনাও অনেক বেশি। এজন্য যারা ধূমপায়ী তাদের ধূমপান ছাড়া উচিত।

'অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার **মোস্তফা কামাল** বলেন, করোনার কারণে রাজশাহীতে ধূমপায়ীরা ধূমপান কমিয়ে দিয়েছেন। নগরের পাবলিক প্লেসগুলোতেও ধূমপান অনেকটা কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। জেলা প্রশাসন যদি আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা বন্ধে পদক্ষেপ নেয় তাহলে রাজশাহীতে ধূমপায়ীর হার আরও কমে আসবে। *তথ্যসূত্র: বাংলানিউজ২৪.কম, ১৬ আগস্ট ২০২০*

সিগারেটের ধোঁয়ায় করোনা ছড়ায়, সংক্রমণ ঠেকাতে স্পেনের দুটি অঞ্চলে ধূমপানে নিষেধাজ্ঞা

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বের হওয়া ড্রপলেট থেকে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে স্পেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ধূমপানের বিষয়ে সতর্ক করেন বিশেষজ্ঞরা। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে স্পেনে ভয়াবহভাবে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে সতর্কতা আমলে নিয়ে ১২ আগস্ট স্পেনের গ্যালিসিয়ায় ধূমপান কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে ধূমপানে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেন বিশেষজ্ঞরা। গণজমায়েত, রেস্তোরাঁ এবং পানশালা, যেখানে সামাজিক দুরত্ব মানা সম্ভব নয়- সেসব জায়গায় ধূমপানে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলটিতে প্রথমবারের মতো এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলও এ নীতি গ্রহণের চিন্তাভাবনা করছে।

কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গেলো মাসে করোনা মোকাবিলায় তৈরি রূপরেখায় ধূমপানের কারণে সংক্রমণ বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, মানুষের ড্রপলেটের মাধ্যমে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে। ধূমপায়ীর ত্যাগ করা ধোঁয়াতেও সে

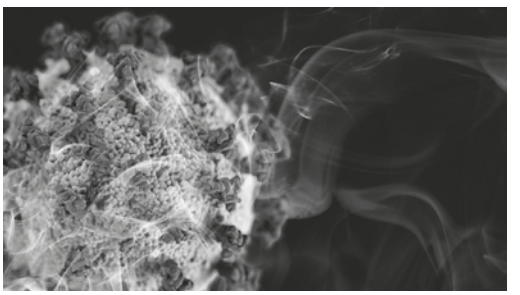

শঙ্কা রয়েছে। ধূমপায়ী ব্যক্তি ধোঁয়া ত্যাগের মাধ্যম ছাড়াও বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। যেমন, সিগারেট মুখে দেয়ার আগে হাত দিয়ে স্পর্শ করা। হাত জীবানুমুক্ত কী না, তা নিয়ে শঙ্কা থেকেই যায়। এভাবে হাত থেকে সিগারেটে, সিগারেট থেকে মুখের মাধ্যমে শরীরে করোনা ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া, ধূমপায়ী মাস্ক খুলে ধূমপান করার কারণে নিজে যেমন সংক্রমণ ছড়ায়, তেমনি অন্য কারো মাধ্যমে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।

গ্যালিসিয়ার প্রেসিডেন্ট **আলবার্তো নুনেজ ফেইজো** বলেন, ধূমপায়ীদের ত্যাগ করা ধোঁয়া নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ওই ধোঁয়া আশে-পাশে অবস্থানরত অনেকেই শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করেছ। যার কোনো সামাজিক দূরত্ব নেই। আমরা জানি ধূমপান নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত ধূমপায়ীরা ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। মানুষের জীবন রক্ষায় এমন একটি পদেক্ষেপ নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বলেন, স্থানীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা **আলবার্তো ফার্নান্দেজ ভিলার**।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল কেপটাউনে। মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত দেশটিতে তামাকজাত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। এক জরিপে দেখা গেছে, ব্রিটিশ সরকারের সতর্কতায় ব্রিটেনে করোনা সময়ে ১০ লাখের বেশি মানুষ ধূমপান ছেড়ে। চিকিৎসকরা বলছেন, ধূমপায়ীরা শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। করোনায় আক্রান্ত ধূমপায়ীদের শরীরে ধূমপানের কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিউমোনিয়ার মতো জটিলতা তৈরি হচ্ছে।
তথ্যসূত্র: সময়টিভি নিউজ, ১৩ আগস্ট ২০২০

আফ্রিকার প্রথম ধূমপানমুক্ত শহর হতে যাচ্ছে 'কেপটাউন'

আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শহর হতে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার 'কেপটাউন'। বিশ্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকা এ শহরটিতে কেউ প্রকাশ্যে ধূমপান করতে পারবেন না। কেপটাউনকে ধূমপানমুক্ত করতে বিশ্বজুড়ে ৭০টি ধূমপানমুক্ত শহরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে কেপটাউন শহর ব্যবস্থাপনা সংস্থা 'মেয়রাল কমিটি।'

২ সেপ্টেম্বর বুধববার মেয়রাল কমিটির সদস্য ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. জাহিদ বদরুদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, পৃথিবীর ধূমপানমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর ৭০টি শহরের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কেপটাউন শহর ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করবে। বিশ্বে কেপটাউনকে আরও সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর নগরী হিসেবে গড়ে তুলে ধরতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা চাওয়া হবে। কেপটাউনকে ধূমপানমুক্ত করতে প্রাথমিকভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকল প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হবে। শহরের নাগরিককে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হবে এবং পরবর্তীতে কেউ আইন লঙ্ঘণ করলে জেল-জরিমানা গুনতে হবে।

জাহিদ বদরুদ্দিন আরো জানান, প্রচারাভিযানের প্রথম পর্যায়ে এক ধরনের পানীয় পান করানোর মাধ্যমে অধিক ধূমপায়ীদের ধূমপান থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। এতেও সম্ভব না হলে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার মাধ্যমে ধূমপান বর্জনে সহায়তা করা হবে।

পৃথিবীর স্বাস্থ্যকর শহরগুলোর সাথে একযোগে কাজ করবে কেপটাউন। এজন্য ব্লুমবার্গ পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রচারণা চালাবে কেপটাউন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডেমোগ্রাফিক এবং স্বাস্থ্য জরিপ অনুসারে, দেশটির ওয়েস্টার্ন কেপে (কেপটাউন) ৩৫.৩ শতাংশ মহিলা এবং ৪২.৯ শতাংশ পুরুষ দৈনিক ধূমপান করেন। ব্লুমবার্গের সাথে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলেই আগামী ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে কেপটাউন হবে আফ্রিকা মহাদেশের একমাত্র ধূমপানমুক্ত শহর এবং বিশ্বে ধূমপানমুক্ত শহরের তালিকায় ৭১তম স্থান দখল করবে। তথ্যসূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

ধূমপানমুক্ত দেশ গড়তে এগিয়ে চলছে নিউজিল্যান্ড

ধূমপানের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী উদাহরণ তৈরি করতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে ধূমপানমুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো নিউজিল্যান্ড সরকার। ২০১১ সালের মার্চে নেওয়া সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ লক্ষ্যমাত্রার দিকেই এগিয়ে চলছে। নিউজিল্যান্ডে প্রতি ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মধ্যে ১ জন ধূমপায়ী। ধূমপানের মরণ ছোবলে প্রতিবছর দেশটিতে ৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

দেশটির আদিবাসী মাওরি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধূমপানের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। মাওরি নারীদের ৩৫ শতাংশ এবং পুরুষদের ২৯ শতাংশ ধূমপান করে। ফলে সেই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাই ধূমপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। নিউজিল্যান্ডের সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে পুরো দেশকে ধূমপানমুক্ত করার যে লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেয় তাতে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করছেন এই মাওরি গোষ্ঠীর সংসদ সদস্যরা। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সহযোগী মন্ত্রী টারিয়ানা টুরিয়া সরকারের এই উদ্যোগকে যুগান্তকারী উল্লেখ করে জানান, তারা ধূমপানের বিরুদ্ধে এই নতুন উদ্যোগ তামাক কোম্পানিগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে চান না।

২০২৫ সালের মধ্যে ধূমপানমুক্ত নিউজিল্যান্ড গড়ে তুলতে প্রতিবছর দেশটির সরকার ১০ শতাংশ করে কর বাড়িয়ে চলেছে। বর্তমানে দেশটিতে প্রতি ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ৩০ ডলার বা ২৫৫০ টাকা। দেখা গেছে, দেশটির বেশিরভাগ ধূমপায়ী ১৫ থেকে ১৯ বছরের কিশোর কিশোরী। এরা যাতে সহজে সিগারেট কিনতে না পারে সেজন্য ইতোমধ্যে নানা পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে। সব ধরনের বার, ক্যাফে ও রেস্তোরায় ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে সরকার।

এছাড়া দোকানগুলোতে প্রকাশ্যে সিগারেটের প্যাকেট যাতে প্রদর্শন না করা হয় সেজন্য তারা নতুন আইন প্রণয়নও করেছে। সবমিলে গত পাঁচ বছরে দেশটি সিগারেটের ওপর দ্বিগুণেরও বেশি করারোপ করা হয়েছে।

ফলে ইতোমধ্যে দেশটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধূমপায়ী কমে গেছে। তবে দেশটির বিশেষজ্ঞদের মতামত, নিউজিল্যান্ডে বর্তমানে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ধূমপায়ী থাকলেও ২০২৫ সালের মধ্যে সেটা কমে তিন লাখে দাঁড়াবে। তারপরও দেশটিতে ২০২৫ সালের মধ্যে পুরোপুরি ধূমপানমুক্ত হবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে।

নানা প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ থাকলেও দেশটির সহকারী স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেনি সেলিসা জানিয়েছেন, দেশকে ধূমপানমুক্ত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "আমরা সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছি। তারপরও আমাদের বিজ্ঞানীরা যা বলেছেন সেটা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে বেশ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে অনেক কর্মকান্ড সম্পন্ন করে এগিয়ে এসেছি। ফলে এটা নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করবোই।" *তথ্যসূত্র: ডিডব্লিউ ও আরএনজেড।*

তামাক কর বৃদ্ধিতে আরব আমিরাতে সিগারেটের চাহিদা কমেছে ৪০ শতাংশ

সংযুক্ত আরব আমিরাতে তামাক কর ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পর ক্রমেই দেশটিতে সিগারেটের চাহিদা কমতে শুরু করেছে। ২০১৭ সালে দেশটিতে তামাকে কর দ্বিগুণ করার পর বর্তমানে সেখানে সিগারেটের চাহিদা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে বলে জানিয়েছে গাল্ফ নিউজ।

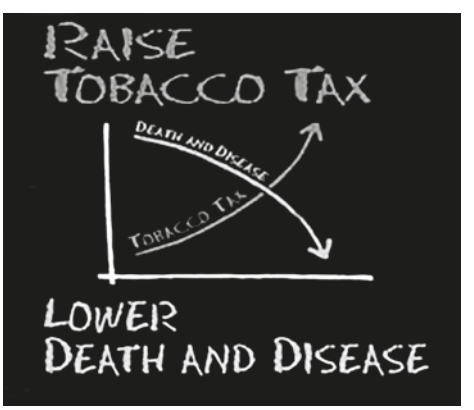

অডিট অ্যান্ড অ্যাডভাইজারি ফার্মের প্রতিষ্ঠান আরএসএমের অংশীদার রাকেশ পার্দাশানি জানিয়েছেন, আরব আমিরাতে যেভাবে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমছে সেটা অনেকটা আশাব্যঞ্জক। একইসঙ্গে দেশটি রাজস্ব বৃদ্ধির একটি দুর্দান্ত খাত পেয়েছে বলেও আমার মনে হয়। দেশটির সরকারও চায় ধূমপায়ীর সংখ্যা কমুক কিন্তু সেটা রাতারাতি সম্ভব নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, তামাকে কর বৃদ্ধি ভোক্তা কমানোর একটি কার্যকরী পদ্ধতি। তামাক পণ্যে কর বাড়লে তরুণ ও গরীব জনগোষ্ঠিকে তামাকজাত পণ্য থেকে দূরে রাখা সম্ভব হয়। একইসঙ্গে তামাকজাত পণ্যে যদি অন্তত ১০ শতাংশ কর বাড়ানো হয় তাহলে উচ্চ আয়ের দেশে ৪ শতাংশ এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে অন্তত ৫ শতাংশ পর্যন্ত তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমে আসে।

বর্তমানে দেশটিতে ৯ লাখের বেশি ধূমপায়ী রয়েছে। ২০১৬ সালে দেশটিতে সর্বোচ্চ ৩০০০ মানুষ ধূমপানের কারণে প্রাণ হারায়। তবে ২০০৪ সালের জুন মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল-এফসিটিসিতে স্বাক্ষর করার পর আরব আমিরাত তামাক নিয়ন্ত্রণে বেশ আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তারপরেও দেশটিতে ৮টি মৃত্যুর ১টি ধূমপানের কারণে হয়ে থাকে।

বর্তমানে দেশটিতে ১৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের মধ্যে ২৮ দশমিক ৬ শতাংশের বেশি ধূমপায়ী। অন্যদিকে ১৫ বছরের বেশি বয়সী নারীদের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ ধূমপায়ী।

১ প্যাকেট সিগারেট সাড়ে ৩ হাজার টাকা!

সারাদিন ২০টি সিগারেট সেবনে বছরে সাড়ে ১২ হাজার মার্কিন ডলার খরচ হবে এ পণ্যটির পেছনেই! অস্ট্রেলিয়াতে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশী টাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। অর্থাৎ ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে ব্যয় করতে হবে ৩,৪১৫ টাকা। ধূমপায়ীদের জন্য এটি দু:সংবাদ সেইসাথে দেশটির প্রশাসন কর্তৃক তামাক সেবন কমানোর একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

১ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে নতুন এই দাম কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। এরমধ্য দিয়ে দেশটিতে দ্বিতীয়বারের মতো দাম বাড়লো পণ্যটির। যেটাকে 'কার্যকরী উদ্যোগ' বলছেন জনস্বাস্থ্যবিদরা।

ডেইলি মেইল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০টি সিগারেট আছে এমন প্যাকেট কিনতে ৩৪ মার্কিন ডলার খরচ পড়বে। কিন্তু করসহ এ সিগারেটের দাম দাঁড়াবে ৪০ ডলারে। সারাদিন যিনি ২০টির মতো সিগারেট খান, তার বছরে শুধু সাড়ে ১২ হাজার ডলার খরচ পড়বে এ পণ্যটির পেছনেই। এ ঘোষণার পরই দেশটির রথ, বন্ড স্ট্রিট, উইন্ডফিল্ড গোল্ড, পিটারজ্যাকসনের মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলো এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ৪০ মার্কিন ডলার করে ফেলা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। *তথ্যসূত্র: বাংলাট্রিবিউন, সেপ্টেম্বর, ২০২০*

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ বাস্তবায়নে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট ধারা না মেনে তামাক পণ্য বাজারজাত করায় বিভিন্ন তামাক কোম্পানিকে আর্থিক জরিমানা ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী জব্দ করার পাশাপাশি সতর্ক করা হয়। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত সংবাদসমূহ গ্রন্থণা করেছেন **মো. আবু রায়হান**।

টাঙ্গাইল॥ ১৪ জুলাই টাঙ্গাইল নতুন বাস ষ্ট্যান্ডে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সালাউদ্দিন আইয়ুবী'র নের্তৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে সাজিদ স্টোর ও শরিফুল স্টোরকে মোট ১০০০/- জরিমানা করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরকে আইন মেনে চলার জন্য সতর্ক করেন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট। জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. আমান উল্লাহ তালুকদার, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর ফিল্ড অফিসার মো. শাহিনুর রহমানসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম॥ চট্টগ্রামের ষোলশহর দুই নম্বর গেট এলাকায় মিনা বাজার সুপারশপে প্রদর্শনী কর্নারে আকর্ষণীয় বক্সে সিগারেট রেখে বিজ্ঞাপন প্রচার

করায় ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। ২১ আগস্ট উক্ত অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলী হাসান ও মো. জিল্লুর রহমান। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলী হাসান বলেন, মিনা বাজারের ওই সুপারশপে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেটের জন্য আলাদা প্রদর্শন কর্নার ছিল, যেখানে তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রচার হচ্ছিল। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে যা নিষিদ্ধ। উক্ত আইনের বাস্তবায়নে বিজ্ঞাপন অপসারণ ও কোম্পানিকে জরিমানা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত বছরও এই সুপারশপকে একই অপরাধে জরিমানা করা হয়েছিল।

সিরাজগঞ্জ॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ২৪ জুলাই ২০২০ সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমেদ এর নের্তৃত্বে সিরাজগঞ্জ শহরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন, ২০০৫ অনুসারে বিড়ির প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান না করায় মধু বিড়ির মালিক আব্দুল কাদেরকে ৩০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও আইন লঙ্ঘণ করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন ও মো. মুছাকে ১০,০০০/- ও মো. সবুজকে ৫০০/- জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড পিপল-ডিডিপি এর নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের দায়ে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুলে জাপান টোব্যাকো কোম্পানিকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা (১৫০০০০/-) জরিমানা করে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় তামাক পণ্যের বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন সামগ্রী জব্দ করা হয়। এছাড়াও ৪জন ব্যবসায়ীকে অনুমোদনহীন বিদেশি সিগারেট বিক্রির দায়ে পঁচিশ হাজার টাকা (২৫০০০/-) টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ১৫ আগস্ট ২০২০ বিকেলে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলাউদ্দীন ভূঞা জনী'র নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জ সদর থানাধীন হাটিকুমরুলে অবস্থিত জাপান টোব্যাকো কোম্পানির জোনাল অফিসে উক্ত অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র‍্যাব-১২ এর সহায়তায় পরিচালিত অভিযানে ৫ বস্তা সমপরিমাণ সিগারেটের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত লিফলেট, স্টিকার, হ্যান্ডবিল, পোস্টার ইত্যাদি জব্দ করে ঘটনাস্থলে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ লঙ্ঘণের দায়ে জাপান টোব্যাকো কোম্পানির মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ মো. ইমরান কাদের কে ১৫০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া অনুমোদনহীন বিদেশি সিগারেট বিক্রির দায়ে হাটিকুমরুলের ফুড গার্ডেন এলাকায় ৪ জন দোকানদারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব এর কোম্পানি কমান্ডার এএসপি মিরাজ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট **মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন**, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা প্রমূখ। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন জানান, জনস্বার্থে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

সিরাজগঞ্জ॥ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট ফয়সাল আহমেদ এর নের্তৃত্বে সিরাজগঞ্জ শহরের বাহিরগোলা ও রামগাতী এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সিগারেটের কার্টুনে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী না থাকায় ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোব্যাকো কোম্পানির সেলস্ ম্যানেজার রাকিব হাসান কে ২০,০০০/- ও জাপান ট্যোব্যাকো কোম্পানির টেরিটরি সেলস্ ম্যানেজার আশিক খান কে ২০,০০০/- জরিমানা করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালীন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড পিপল-ডিডিপি এর নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা প্রমূখ।

অবহেলায় সবজি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উর্ধ্বমুখী...

২১ পৃষ্ঠার পর.....

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, সেটা তিনি বাস্তবায়ন করবেন বলেই আশাবাদী তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন। তবে সরকার এখনো দেশকে তামাকমুক্ত করণে যথেষ্ট আন্তরিক নয় বলেই প্রতীয়মান। কারণ তামাক রপ্তানিতে শূন্য শতাংশ শুল্কারোপ পদ্ধতি বাতিলকরণ, তামাক কর প্রক্রিয়ায় চার স্তরের কর পদ্ধতি বাতিল এবং ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার বাতিল না হলে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। ফলে সরকার যে মানুষের জীবন ও দেশকে বাঁচাতে যথেষ্ট আন্তরিক সেটা বাজেটে তার প্রতিফলন দেখাতে হবে।

এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে সরকারের একদিকে যেমন বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আসবে, অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশে হুমকি কমার পাশাপাশি সরকারের লক্ষ্যও অর্জন হবে। সরকার ইতোমধ্যে জর্দা-গুলের মত মারাত্মক ক্ষতিকর ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্ত করে খুচরা মূল্যের উপর যে করারোপ পদ্ধতি প্রচলন করেছে সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখনো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

*লেখক: **ইব্রাহীম খলিল,** প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), ibrahimrumcj@gmail.com*

তরুণ সমাজের নতুন হুমকি ই-সিগারেট: বন্ধে করণীয়

২২ পৃষ্ঠার পর.....

সুপারিশ: বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকজাত দ্রব্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, তার মাধ্যমে ই-সিগারেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এছাড়াও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমেও Drug (control) ordinance 1982 এর ধারা ৫ অনুযায়ী ই-সিগারেট আমদানি ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে ই-সিগারেট খুব বেশি পরিচিত না হলেও বর্তমানে সিগারেট কোম্পানিগুলো তরুণদের মাঝে ই-সিগারেটের ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ফ্লেভারে এবং বিভিন্ন কৌশলে ই-সিগারেটের প্রমোশন চালিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। সুতরাং, বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনে দ্রুত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। খুব বেশি দেরি হবার আগেই দেশের তরুণ সমাজকে রক্ষায় এখনই ই-সিগারেট বন্ধ করা উচিৎ।

লেখক: ফারহানা জামান লিজা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, farhana442@gmail.com

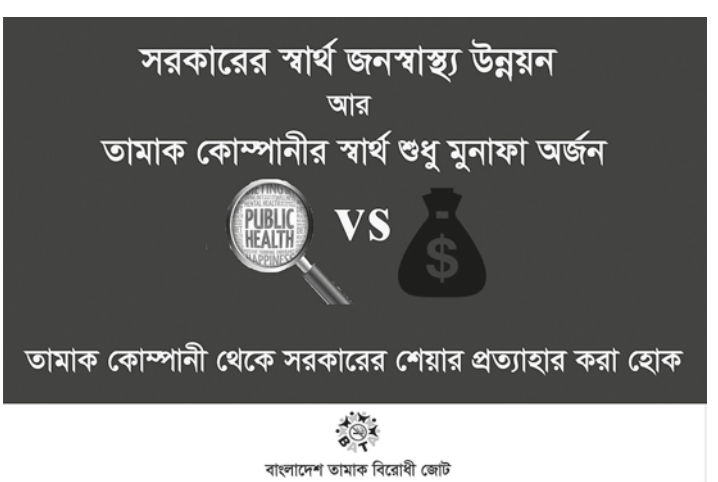

তামাক কোম্পানির কূট-কৌশল ও তরুণদের করণীয়

২৩ পৃষ্ঠার পর.....

সরকারী নির্দেশনার পরে নাম পরিবর্তন করে যা বর্তমানে 'এক্সসিড' নামে পরিচালিত হচ্ছে। বিগত দিনের তথ্যে দেখা যায়, হাজার হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে বিএটিবিতে স্থায়ীভাবে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এটি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে তামাক কোম্পানির ইমেজ গড়ে তোলার অপচেষ্টা। কোটি কোটি টাকা খরচ করে অনুষ্ঠান আয়োজন, স্পন্সরশীপ প্রদানের আড়ালে মূলত তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণাই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। আর এ কাজে তরুণদের অন্তর্ভূক্ত করা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারনের অন্যতম বড় কৌশল ও সফলতা।

ই-সিগারেট ও নিকোটিন ফ্লেভার: কোন ধরনের তামাকই ঝুঁকিমুক্ত নয়। অথচ, গবেষণায় ই-সিগারেট স্বাস্থ্যহানিকর প্রমাণিত হওয়া স্বত্ত্বেও তামাক কোম্পানিগুলো মিথ্যাচার করছে এবং দেশে কিশোর ও তরুণদের মাঝে এর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে ই-সিগারেটের বাজার প্রসার করছে। তামাক কোম্পানিগুলোর মিথ্যাচারের ফলে দেশের তরুণ প্রজন্মের মাঝে ই-সিগারেটের ব্যবহার বাড়ছে। এছাড়া কোম্পানিগুলো নিকোটিনযুক্ত চকলেট, চুইংগামসহ বিভিন্ন পণ্যের মাধমেও তরুণদের নিকোটিন সেবনে উদ্বুদ্ধ করছে। ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করার আগেই এগুলো নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়ে আসছে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো। তরুণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিক বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারত ইতোমধ্যে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে এবং আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে এটি বন্ধের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে তরুণদের করণীয়: তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে দেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভূক্ত করেছে। তবু দেখা যায়, তামাক নিয়ন্ত্রণ কাজে গতিশীলতা কম।

ধূমপান ও তামাক সেবন হচ্ছে মাদক সেবনের প্রবেশ পথ। ধূমপানের মাধ্যমে নেশার জগতে প্রবেশ করে তরুণদের অনেকে মাদকের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা সংকট তৈরি করছে। এজন্য তরুণদের নেশা থেকে দূরে রাখতে ধূমপান থেকে বিরত রাখা জরুরি। তামাক কোম্পানি যেহেতু কিশোর-তরুণদের নেশার দিকে ধাবিত করে, এজন্য তামাক কোম্পানির কূটচাল প্রতিহত করতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। তরুণরা যা করতে পারে;

- ✓ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবগুলোর মাধ্যমে তামাক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা;
- ✓ তামাক কোম্পানির আইন বহির্ভূত কাজ পর্যবেক্ষণ ও আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;
- ✓ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাক কোম্পানির যে কোন অনুষ্ঠান বন্ধ করা;
- ✓ সামাজিক যোগাযাগ মাধ্যমে তামাক বিরোধী প্রচারণা বৃদ্ধি;
- ✓ তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নিজ পরিবারের সদস্য ও আত্নীয়-স্বজনদের (তামাক সেবী যদি থাকে) সতর্ক করা;
- ✓ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর সচেতনতামূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন

সুনাগরিক ও সু-স্বাস্থ্যের সাথে বেড়ে উঠতে তরুণদের সকল প্রকার ক্ষতিকারক নেশা থেকে দুরে রাখতে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল বন্ধ করাসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও নীতির সঠিক বাস্তবায়ন সকলের কাম্য।

*লেখক: **মো: আবু রায়হান,** উন্নয়ন কর্মী, arayhan2010@gmail.com*

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ এবং কার্যকর ব্যয় জরুরি

নাছিম বানু

'ধূমপানে বিষপান', 'তামাক মৃত্যু ঘটায়'- বছরের পর বছর এসব সতর্কবাণী প্রচলিত থাকলেও জনসাধারণে এগুলোর প্রভাব কতটা তা দেশের তামাক ব্যবহারকারী ও তামাকজনিত রোগে মৃত্যুর সংখ্যার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। জনসংখ্যার আধিক্য, নিম্নআয়, দারিদ্রতা, অসচেতনতা এবং নানাবিধ কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারি দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সম্প্রতি প্রাপ্ত তথ্য মতে, বাংলাদেশে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছরে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৬০ জন মানুষ মারা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল এ্যাডাল্ট ট্যোবাকো সার্ভে (গেটস) ২০১৭ অনুসারে, দেশের ১৫ বছরের উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যার ৩৫.৩% অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৮ লাখ মানুষ তামাকজাত পণ্য সেবন করে। পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হয় আরো ৪ কোটি ৮ লাখ মানুষ।

বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) আন্তর্জাতিক এই কনভেনশনে ২০০৩ সালে প্রথম স্বাক্ষর করে। সমন্বিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' এবং পরবর্তীতে এই আইনের সংশোধন করে ২০১৩ সালে এবং এরই অনুবৃত্তিক্রমে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে বিধিমালা প্রণয়ন করে। তাছাড়া এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) এর ৩ নং লক্ষ্যমাত্রায় এফসিটিসি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে সকল পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা জরুরি।

ইপসা তার সূচনা লগ্ন থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরে "ভয়েস অব ডিসকভারী ক্যাম্পেইন" বন্ধে চট্টগ্রামে ইপসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইপসা ২০০৯ থেকে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ তৈরী এবং তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ফেনী, নোয়াখালী, কক্সবাজার, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পৌরসভা) তাদের নিজ নিজ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য ধূমপানমুক্ত গাইডলাইন তৈরী করেছে এবং অনুমোদন করেছে যা বাংলাদেশে প্রথম।

তবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং স্থায়ীত্বশীল করতে হলে অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। সে লক্ষ্যে বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক বাজেটে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দ রাখে এবং এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজেট বরাদ্দ রেখে আসছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩২ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বরাদ্দ রাখছে ২ কোটি টাকা যা সারা বাংলাদেশের জন্য উদাহরণস্বরূপ। চট্টগ্রাম বিভাগের এ উদ্যোগ অনুসরন করে বাংলাদেশে আরো ৬২টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তামাক নিয়ন্ত্রণে অর্থ বরাদ্দ রাখছে।

তবে এ বরাদ্দকৃত বাজেট এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে বেশীরভাগ সময়ে এ বাজেট অব্যবহৃত থেকে যায়। বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয়িত বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বরাদ্দকৃত বাজেটের চেয়ে এই খাতে খরচ করা হয়েছে খুবই কম। বিগত ৭ বছরে ১১টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১২ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৫ শত টাকা। মূলত এ বাজেট বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সাইনেজ প্রিন্ট এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণে আরো নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে যেমন: জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণ পরিদর্শন, আইন বাস্তবায়ন মনিটরিং করা এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ, সকল ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর তত্ত্বাবধানে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে সচেতনতামূলক সভা করা এবং তাদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি।

তাছাড়া মাসিক সমন্বয় সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে এজেন্ডাভূক্ত করা; নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান করা; একজন ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় সাধন করা; তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ করতে টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভায় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা করা; প্রিন্ট, ইলেকট্রোনিক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর বেশী বেশী প্রচারণা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে পাশে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; লাইসেন্স প্রণয়নের মাধ্যমে তামাকের ক্রয় বিক্রয় সীমিত করার ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করতে পারে। তাই শুধুমাত্র বাজেট বরাদ্দ করলেই চলবে না বরং সত্যিকার অর্থে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যবহারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা টীমের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং ও সমন্বয় করে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া বরাদ্দকৃত বাজেট খরচ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হতে হবে অনেক বেশি আন্তরিক।

চট্টগ্রাম বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এ উদ্যোগ সারা বাংলাদেশে অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রতিরূপায়িত হয়েছে। বর্তমানে এ উদ্যোগটি সারা বাংলাদেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রতিরূপায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অভিন্ন তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইন অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দ এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইপসা এ কাজের একজন অংশীদার। সুতরাং এ গাইডলাইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

সুপরিকল্পিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ কিংবা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে এ সম্পর্কিত নানা কার্যক্রম পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজন। আর এজন্য স্থানীয় সরকারের এই পর্যায়গুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণে বেশি বেশি বাজেট বরাদ্দ এবং পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা জরুরি। সুতরাং শুধুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ নয়, উদ্যোগের সঠিক ও শক্তিশালী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশে তৈরীর কাজটি অনেক সহজ হবে।

*লেখক: **নাছিম বানু**, উপ পরিচালক (সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ), ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা), shyamali1609@gmail.com*

অবহেলায় সবজি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উর্ধ্বমুখী তামাক রপ্তানি

মো. ইব্রাহীম খলিল

তামাকপাতা এমন একটি পণ্য যার সবটুকু ক্ষতিকর। তারপরও বাংলাদেশে তামাক চাষী ও তামাক কোম্পানিকে স্বজ্ঞানে, সুস্থ্য মস্তিষ্কে বিগত সব প্রশাসন প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। তামাক চাষের ক্ষেত্রে বর্গাচাষীরা তামাক কোম্পানি থেকে ইচ্ছামতো ঋণ সুবিধা পেলেও সবজিসহ অধিকাংশ ফসল চাষীদের ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা নেই। বরং তারা তামাক চাষীদের ঋণ সুবিধা দিতে উন্মুখ হয়ে থাকে। ফলে ব্যাংক ঋণ নিয়ে অন্য ফসল চাষ করার চেয়ে তামাক কোম্পানির থেকে সহজলভ্য ঋণ গ্রহণ করে অনেক কৃষকই তামাক চাষে উদ্ধুদ্ধ হয়ে উঠছে। অন্যদিকে দেশে তামাক চাষের জমি কমে আসছে বলে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত প্রচার করে আসলেও তা বাস্তবতার সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আবার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনে তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতার কথা বলা হলেও বাস্তবে এটারও তেমন কোনো প্রতিফলন নেই। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত আদিবাসী বংশ পরম্পরা যেখানে জুম চাষ করেছে বর্তমানে সেখানে তামাক চাষের প্রসারের কারণে সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমেই সেখানে প্রকট হয়ে উঠছে খাদ্য সংকট। একইসঙ্গে নাটোর, রাজশাহী, পঞ্চগড়, রংপুর, কুষ্টিয়াসহ অধিকাংশ জেলাতেই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে তামাক চাষ।

বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার ঘোষণা দিলেও গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্য রপ্তানিতে আরোপিত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। একইসঙ্গে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকে থাকা ১০ শতাংশ রপ্তানি শুল্কও প্রত্যাহার করে শূন্য শতাংশ করা হয়েছে। যার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য তামাক চাষ ও রপ্তানিতে সরাসরি উৎসাহ দেওয়া। তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো সরকারের এহেন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেও তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী দেশে বর্তমানে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫ দশমিক ৭৭ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে ৯৩ হাজার ৯৯৮ একর জমিতে তামাক উৎপাদন হয়। এর বিপরীতে সবজি চাষ হয় ১১ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ একর জমিতে! অথচ সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা যেনো তামাকেই। তামাক পণ্য রপ্তানিতে শূন্য শতাংশ শুল্কারোপের যে উদারতা দেখানো হয়েছে তাতে তামাক চাষকে আরো উৎসাহিত করার পাশাপাশি দেশে খাদ্যশষ্য উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পাবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর আওয়ায় সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি গবেষণা প্রকাশ হয়েছে। 'তামাক ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য (সবজি) রপ্তানির তুলনামূলক পর্যালোচনা' শীর্ষক এ গবেষণায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় সবজির বিপরীতে তামাকের ক্ষেত্রে কেবল অপক্রিয়াজাত তামাক পাতা রপ্তানির তথ্য নেয়া হয়েছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট সবজি রপ্তানি হয়েছে ১৮৫২ কোটি ৩২ লাখ ৫ হাজার ৩০০ টাকার। এর বিপরীতে অপ্রক্রিয়াজাত বা তামাক পাতা রপ্তানি হয়েছে মোট ৩৮৯ কোটি ৭১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সবজি রপ্তানি থেকে আয়কৃত অর্থের পরিমান ১৪৭৬ কোটি ৭২ লাখ ৪৩ হাজার ৬২০ টাকা এবং তামাক রপ্তানি হয়েছে ৩২৪ কোটি ৮ লাখ ২ হাজার ৬৩০ টাকার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সবজি রপ্তানি হয়েছে মোট ১৫৭৭ কোটি ৫৬ লাখ ২৩ হাজার ১২৪ টাকার। আর তামাক পাতা থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪২৫ কোটি ৯৬ লাখ ২৫ হাজার ১৫২ টাকা। অন্যদিকে ২০১৮-১৯ সালে যেখানে সবজি রপ্তানি হয়েছে ১৯২০ কোটি ৯২ লাখ ১৯ হাজার ২০৬ টাকার; সেখানে তামাক পাতা রপ্তানি হয়েছে ৪৯০ কোটি ২৬ লাখ ৭২ হাজার ৭২ টাকার। আর ২০১৯-২০ অর্থবছরে গত জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মাত্র সাত মাসেই সবজি রপ্তানি হয়েছে ১৫৪৮ কোটি ৮০ লাখ ২৬ হাজার ২৩৬ টাকার। যা বিগত বছরের মধ্যে একই সময়ের মধ্যে রেকর্ড। একইসঙ্গে মাত্র সাত মাসে তামাক পাতা রপ্তানি হয়েছে ৪৫৫ কোটি ৫৩ লাখ ৬০ হাজার ১৯২ টাকার! যা ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরকে ইতোমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়কৃত অর্থের চেয়ে মাত্র ৩৫ কোটি টাকা কম।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার ও তামাক কোম্পানিগুলো যেখানে দাবি করে আসছে দেশে তামাক চাষ কমছে সেখানে সর্বশেষ অর্থবছরে বিগত চার বছরের রপ্তানি আয়কে তামাক কীভাবে ছাড়িয়ে যায়? সবজি চাষের জমি যেহেতু তামাক চাষের জমির চেয়ে প্রায় ১১ গুণ বেশি ফলে সবজি চাষ বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বেশি হওয়া মোটেই অমূলক নয়। কিন্তু তামাক পাতায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পিছনে সরকারের তামাক পণ্যে রপ্তানি শুল্ক শূন্যতে নামিয়ে আনার ফসল বলেই উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে। অথচ সরকার যদি চারস্তরের কর পদ্ধতি কমিয়ে দুই স্তরে নিয়ে আসে তাহলে যে পরিমাণ অর্থ তামাক রপ্তানি করে আয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি অর্থ রাজস্ব আয় করা সম্ভব। সঙ্গে ধূমপায়ীর সংখ্যাও কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু আদৌতে সরকারের প্রবল ইচ্ছা এবং তামাক কোম্পানির প্রভাবে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। বরং ব্রিটিশ অ্যামেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্বের কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবেই তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অনীহা দৃশ্যমান।

তবে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, সরকার ও তামাক কোম্পানিগুলো দেশে তামাক চাষ কমে আসছে বলে যে দাবি করছে সেটাতেও সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কারণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কৃষি বিষয়ে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে ২০১৭-১৮ সালে মোট তামাক চাষ ১ লাখ ৪ হাজার ৯১৪ একর জমিতে হয়েছে বলে জানিয়েছে। যা ১০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে ৮৩৮৩ একর কম। অথচ তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবধান মাত্র ২৫৬৩ মেট্রিক টন। যা প্রতি একরের ফলন হিসেব করলে দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৩১ মেট্রিক টন। অথচ ওই অর্থবছরে প্রতি একরে তামাকের চাষ হয়েছে শূন্য দশমিক ৮৪ মেট্রিক টন! এভাবে প্রতি অর্থবছরের হিসেবেই নানা প্রশ্নের উদয় করা হয়েছে। ফলে এটা যে স্পষ্টতই তথ্য লুকিয়ে রাখারই একটি প্রক্রিয়া তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এছাড়া প্রকাশিত পরিসংখ্যানে এতোদিন ধরে জাতি, মতিহারি, ভার্জিনিয়া তামাক ছাড়াও 'অন্যান্য' ক্যাটাগরিতে দেশে ভিন্ন জাতের তামাক চাষ হয় বলেও প্রকাশ করে আসছে পরিসংখ্যান ব্যুরো। এর মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০৮ একর জমিতে চাষ হয়েছে ৩১৬ মেট্রিক টন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৭০ একর জমিতে ২৮৩ মেট্রিক টন। কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে এ 'অন্যান্য' জাতের তামাক উৎপাদনের কোনো রেকর্ড দেয়নি সরকারি এ প্রতিষ্ঠান। কোনো একটি জাতের তামাক দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন হয়ে আসলেও হঠাৎ করেই তা এক বছরে শূন্যে চলে আসাটা অস্বাভাবিকই বটে! ফলে আসলেই এ জাতের তামাক বাংলাদেশে উৎপাদন হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি তামাক উৎপাদন কম দেখানোটা সরকার ও কোম্পানিরই যৌথ পরিকল্পনার ফল সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। একইসঙ্গে সরকার তামাক ও সবজি রপ্তানিতে কেনো তামাককেই বেশি পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রাধান্য দিচ্ছে সে বিষয়টি ও প্রশ্নের সম্মুখীন। ***প্রবন্ধটির বাকী অংশ পড়ুন ১৯ পৃষ্ঠায়.....***

তরুণ সমাজের নতুন হুমকি ই-সিগারেটঃ বন্ধে করণীয়

ফারহানা জামান লিজা

ই-সিগারেট বা ENDS: তরুণ প্রজন্মকে নেশায় আসক্ত করতে হিট-নট-বার্ণ বা ই-সিগারেট একটি নতুন অস্ত্র। সাধারণ সিগারেটের বিকল্প হিসেবে এই ইলেকট্রনিক সিগারেট বাজারজাত করা হলেও এটি আসলে একটি নেশা সৃষ্টিকারী পণ্য। এটি Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) হিসেবেও পরিচিত। সিগারেটের মতই দেখতে ফাইবার বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এই ব্যাটারিচালিত যন্ত্রগুলির মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠ থাকে। তার মধ্যে ভরা থাকে বিশেষ ধরনের তরল মিশ্রণ। যন্ত্রটি গরম হয়ে ওই তরলের বাষ্পীভবন ঘটায় এবং ব্যবহারকারী সেই বাষ্প টেনে নেয় ফুসফুসে, যা ধূমপানের অনুভূতি দেয়। এই পদ্ধতিকে 'ভ্যাপিং' বলা হয়।

ই-সিগারেটের স্বাস্থ্য ঝুঁকি: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিট-নট-বার্ণ বা ই-সিগারেট যে নামেই অবহিত করা হোক না কেন এ ধরনের পণ্যকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে হার্ট এট্যার্ক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। জাপানে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ই-সিগারেট সাধারণ সিগারেটের চেয়ে দশ গুণ বেশি ক্ষতিকারক।

Hong Kong Council on Smoking and Health এর একটি গবেষণায় দেখা যায়, ই-সিগারেটে যে উপাদান গুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন সেলের বিকল করা সহ ক্যান্সার হতে সাহায্য করে। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণ (ই-লিকুইড)-এর মধ্যে থাকে প্রোপেলিন গ্লাইসল, গ্লিসারিন, পলিইথিলিন গ্লাইসল, নানাবিধ ফ্লেভার এবং নিকোটিন। গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রাসায়নিকগুলো থেকে সাধারণ সিগারেটের ধোঁয়ার সমপরিমাণ ফরমালডিহাইড উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ক্ষতি করে। এ ধরনের ক্ষতি সাধারণ সিগারেটেও হয় না বলে জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালোফোর্নিয়ার অধ্যাপক বেনোউইটজ। এছাড়াও ই-সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে অতিসূক্ষ রাসায়নিক কণা, যা মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। এর থেকে গলা-মুখ জ্বালা, বমিভাব এবং ক্রনিক কাশি দেখা দিতে পারে।

ই-সিগারেটের মধ্যে থাকা উত্তপ্ত গ্লিসারিন থেকে গঠিত একরোলিন খুব দ্রুত ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং ব্যবহারকারীদের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। ই-সিগারেটে থাকা প্রোপাইলিন গ্লাইকোল কৃত্রিম ধোঁয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি ফুসফুস এবং চোখে বিরক্তির উদ্রেগ করে এবং এটি ফুসফুসের বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী। এছাড়াও ই-সিগারেটে এরোসোল শরীরে শিরাগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করার পাশাপাশি শরীরে বিভিন্ন প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং স্নায়ুতে চাপ ফেলে। ই-সিগারেটের এরোসোলের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত বা টক্সিক ধাতু পাওয়া গেছে। যেমন: টিন, নিকেল, ক্যাডিয়াম, লেড ও মারকারি।

তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার: তামাক কোম্পানিগুলো ক্ষতি কমানো এবং ধূমপান ত্যাগের উপকরণ হিসেবে হিট-নট-বার্ণ বা ই-সিগারেটকে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে। অথচ এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং প্রায় ৮,০০০ বিভিন্ন স্বাদ যেমন ফল, সফট ড্রিঙ্কস, চকোলেট, পুদিনা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ফ্লেভারে ই-সিগারেটগুলি "স্বাস্থ্যকর এবং ট্রেন্ডিপণ্য" হিসাবে বাজারজাত করা হয়, যা মূলত কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে এবং নেশায় আকৃষ্ট করে। মূলত এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতিনির্ধারকদের বিভ্রান্ত করা এবং তরুণদের এই নতুন নেশার পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহী করা। আর্ন্তজাতিক সংস্থা দি ইউনিয়ন Union Position Paper on E-cigarettes and HTP sales in LMICs শীর্ষক পজিশন পেপারে দ্য ইউনিয়ন উল্লেখ করেছে, ইন্ড্রাস্ট্রিগুলোর মূল টার্গেট হলো তরুণ প্রজন্ম। গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভেতে তরুণদের ই-সিগারেটে ঝুঁকে পড়ার তথ্য উঠে এসেছে। সিগারেট ছাড়তে ই-সিগারেটের ব্যবহার পারতপক্ষে সিগারেট ছাড়তে সাহায্য তো করছেই না, বরং স্মোকাররা সিগারেট এবং ই-সিগারেট দুটোটেই আসক্ত হয়ে পড়ছে। দি ইউনিয়ন অবিলম্বে ই-সিগারেট নিষিদ্ধের সুপারিশ করেছে। আমেরিকান সার্জন জেনারেল এর গবেষণায় দেখা যায়, ১৮-২৪ বছরের তরুনদের মধ্যে ই-সিগারেটের ব্যবহার ২০১৩ থেকে ২০১৪ সালে দ্বিগুণ হারে বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে মাত্র ০.০২ শতাংশেরও কম মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করে ধূমপান ছাড়তে পেরেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে ই-সিগারেট: যুক্তরাষ্ট্রে ৬ জনের মৃত্যু আর অনেকের ফুসফুসের জটিলতা ধরা পড়ার পর ভেপিং বা ই-সিগারেট ব্যবহারের ক্ষতির দিকটি আলোচনায় আসে এবং পরবর্তীতে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা হয়। পাশ্ববর্তীদেশ ভারতেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশ ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং ইতিমধ্যেই ৪২টি দেশ তাদের দেশে ই-সিগারেটকে সম্পূর্ন্নরূপে নিষিদ্ধ করেছে এবং আরো ৫৬টি দেশ ই-সিগারেট ক্রয়-বিক্রয়ের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। পাশাপশি আরো অনেক দেশ তাদের নিদির্ষ্ট কয়েকটি প্রদেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে ই-সিগারেটের বর্তমান অবস্থা: ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে তরুনদের আকৃষ্ট করতে ই-সিগারেটের দোকানগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক (তথা আছে পাশে) গড়ে তোলা হয়েছে। তরুণদের আকৃষ্ট করতে তারা অবৈধভাবে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন তৈরি করছে। ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। এছাড়াও তারা তাদের নিজস্ব কিছু চিকিৎসকের মাধ্যমেও যারা ধুমপান ছাড়তে চায় তাদেরকে প্রচলিত সিগারেটের বদলে ই-সিগারেট ব্যবহারে উৎসাহিত করছে।

আইনী সীমাবদ্ধতা: টিসিআরসি'র গবেষণা মতে, বাংলাদেশে ই-সিগারেট নিয়ে স্পষ্ট কোন আইন না থাকায় অহরহ যত্রতত্র ই-সিগারেট বাংলাদেশে আমদানি ও বিক্রয় করা হচ্ছে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে। শুধু দোকান কিংবা মার্কেটেই নয়, ই-সিগারেটের বিক্রয় হচ্ছে অনলাইন মার্কেট গুলোতেও। বর্তমানে ০.২% মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করলেও খুব শীঘ্রই যে এই সংখ্যাটি বেড়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে ৬৬.২% ধুমপায়ী ধুমপান ছেড়ে দেওয়া কথা ভেবেছেন কিন্তু তামাক কোম্পানি অপকৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে আবার ই-সিগারেটে আসক্ত করার চেষ্টা করছে। তাই এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২০১৮ সালের আগে বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানি সংক্রান্ত কোন আইন, নির্দেশনা বা নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ অর্থ আইন ২০১৮ এর ২২ নং ধারার Law number 22, Heading No 38.24, H.S. Code 3824.99.40. Description of Goods: Refil for Electronic Nicotine Delivery System (ENDS), and Heading No 85.43, H.S. Code 8543.70.50 মাধ্যমে দেশে আমদানীর সুযোগ করে দেওয়া হয়। দ্রুত এ সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া জরুরি। *বাকী অংশ পড়ুন ১৯ পৃষ্ঠায়.....*

তামাক কোম্পানির কূট-কৌশল ও তরুণদের করণীয়

মো. আবু রায়হান

সব ধরনের তামাকই জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, একথা সর্বজন স্বীকৃত। সব ধরনের তামাকই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। গবেষণায় দেখা যায়, সিগারেটে ৭০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক রয়েছে। যা ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, শ্বাসতন্ত্র ও ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগ (যেমন: হাঁপানি, এজমা, সিওপিডি) সহ বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগের জন্য সরাসরি দায়ী। এছাড়া বিড়ি, হুক্কা এবং ধোঁয়াবিহীন বিভিন্ন তামাকপণ্য (যেমন: জর্দা, গুল, সাদাপাতা, ইত্যাদি) সমানভাবে জনস্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে।

সরাসরি তামাক আসক্তির কারণে পৃথিবীতে বছরে ৮০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর মধ্যে ধূমপান না করেও বাসা বা কর্মস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের ফলে ১২ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়। তামাকজনিত কারণে এসব অকালমৃত্যুর ৮০ভাগই বাংলাদেশসহ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘটছে। কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তামাক কোম্পানিগুলো বিনিয়োগ বাড়িয়ে এর তরুণ জনগোষ্ঠিকে ভোক্তা করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। Global Youth Tobacco Survey তে দেখা যায়, ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী উঠতি বয়সী (১৩-১৫ বছর বয়সী) ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অন্তত ৪.৩ কোটি (১.৪ কোটি মেয়ে এবং ২.৯ কোটি ছেলে) তামাক ব্যবহার করে। Tobacco Atlas সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ লাখ ৭২ হাজারের বেশি। মানব উন্নয়ন সূচকে উন্নয়নশীল মধ্যম আয়ের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় ধূমপায়ীর এই হার বাংলাদেশে ১.৮৬% বেশি! এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক তথ্য!

বিশ্বের শীর্ষ ১০টি তামাক সেবনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। Tobacco Atlas এর তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে বছরে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ তামাকজনিত রোগে অকালে মৃত্যুবরণ করে। Global Adult Tobacco Survey (GATS-2017) এর তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে ১৫ বছর ও তদুর্ধ বয়সীদের ৩ কোটি ৭৮ লাখ (৩৫.৩%) মানুষ নানান উপায়ে তামাক ব্যবহার করে। এর মধ্যে ১ কোটি ৯২ লাখ মানুষ বা ১৮% জনগোষ্ঠী ধূমপান করে। ফলে, সরাসরি ধূমপায়ী/তামাকসেবীর চাইতেও বেশি মানুষ বাসা, কর্মস্থল, গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানে মারাত্মক স্বাস্থ্যগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে যার সংখ্যা ৪ কোটি!

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০১৭-১৮ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, তামাকজনিত রোগ-ব্যাধি'র চিকিৎসা ব্যয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে বাংলাদেশের বাৎসরিক অর্থনৈতিক ক্ষতি ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা! যা জিডিপি'র ১.৪%। এতে আরও দেখা যায়, সরকার তামাক খাত থেকে যত টাকা রাজস্ব আয় করে তামাক ব্যবহারজনিত রোগব্যাধির চিকিৎসা ও অন্যায় ব্যয় তার চাইতে ৮ হাজার কোটি টাকা বেশি। দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে অনেক পথ অগ্রসরতার পরেও তামাকজনিত এসকল ক্ষয়-ক্ষতিকে ছাপিয়ে তামাক কোম্পানি প্রদত্ত রাজস্বকে বড় করে দেখার প্রবণতা খোদ সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলেই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, সাধারণ মানুষের মগজেও এটি গেঁথে গেছে যে, 'তামাক কোম্পানির টাকায় দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিপূর্ণ হয়।' আসল বিষয় হলো, তামাক কোম্পানি প্রদত্ত রাজস্বের ৮০ ভাগের বেশি জনগণের দেয়া ভ্যাট, ট্যাক্স। এসব অর্থের সাথে কোম্পানি সামান্য কিছু মুনাফার অংশ যুক্ত করে পুরোটাই নিজেরদের প্রদত্ত ট্যাক্স বলে চালিয়ে দিয়ে আসছে। তামাক কোম্পানিতে সরকারের প্রায় ১০% শেয়ার ও বিএটিবি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ৬জন কর্মকর্তা থাকার সুযোগে সহজেই ধূর্ত তামাক কোম্পানি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও নীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপ চালায়। নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক আমলাকেও তামাক কোম্পানির তাবেদারী করতে দেখা গেছে যা সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এফসিটিসি'তে স্বাক্ষরের প্রায় ১৭ বছর অতিক্রম হলেও এটি বাস্তবায়নে দেশে কোন 'গাইডলাইন' কিংবা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণে 'কোড অব কন্ডাক্ট' প্রণীত হয়নি। যদিও এর খসড়া তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এনটিসিসিতে দেয়া হয় ২০১৬ সালে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই তামাক কোম্পানিগুলো তাদের কূট-কৌশলের জাল বিস্তৃত করছে। এ ফাঁদের প্রধান শিকার আমাদের তরুণ প্রজন্ম!

তামাক কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণের কৌশল এবং মূল টার্গেট তরুণ জনগোষ্ঠি: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির ৪৯% বয়সে তরুণ। তামাক কোম্পানিগুলো দীর্ঘমেয়াদে ভোক্তা তৈরীতে তরুণ প্রজন্মকেই টার্গেট করে বিভিন্ন কৌশলে তামাকের নেশায় ধাবিত করছে। মূলত, তামাক কোম্পানিগুলোর লালসা হলো তরুণরা তামাক আসক্ত হলে দীর্ঘদিন তামাকপণ্য সেবন করে যায়, এ ভোক্তা আমৃত্যু মুনাফা দিয়ে যায় তামাক কোম্পানিকে। তামাক পণ্যের ভোক্তা বাড়াতে তামাক কোম্পানিগুলো নানান কৌশল অবলম্বন করে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

বিজ্ঞাপন: মানুষকে তামাকের নেশায় ধাবিত করতে তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম বড় কৌশল হচ্ছে বিভিন্ন উপায়ে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা। তামাক কোম্পানিগুলো খুচরা তামাক বিক্রেতাদেরকে বিভিন্ন প্রণোদনা, উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয়কেন্দ্রগুলোকে (Point of Sale) তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ও প্রচারণার মূল কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করছে। এছাড়া তামাক সেবীদেরকে ফ্রি সিগারেট, আকর্ষণীয় লাইটার, সিগারেটের স্লিম প্যাক, মানিব্যাগ, পিঠের ব্যাগ, কোম্পানির নাম-লোগো ও নির্দিষ্ট ব্রান্ডের রং সম্বলিত টি-শার্টসহ বিভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রী প্রদান করে। তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ড প্রমোশনে কলেজ-ভার্সিটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় হোটেল-রেস্তোরায় মোটিভেশনাল স্পীকার ও জনপ্রিয় তারকাদের যুক্ত করে ইভেন্ট আয়োজন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশে তামাক পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন তাদের কৌশলের অংশ।

নাটক-সিনেমার মাধ্যমে প্রচার: নাটক, সিনেমার প্রতি তরুণদের বাড়তি আকর্ষণ থাকে। এ সুযোগে পৃষ্ঠপোষকতা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো কৌশলে জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পীদের দ্বারা নাটক-সিনেমাতে অপ্রয়োজনে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন করিয়ে থাকে বলেও জানা যায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: ২০১৮ সালের এক গবেষনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ কোটি ৮০ লাখ যার মধ্যে ৮০% তরুণদের দখলে। তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের ব্রান্ড প্রমোশনে ছদ্মবেশে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সহায়তায় তরুণদেরকে প্রলুব্ধ করতে সহজেই তাদের কাছে পৌছে থাকে। তামাক বিক্রয়ে অনলাইন মার্কেট প্লেস, ইলেকট্রনিক ওয়েব পেইজ, ফেসবুক পেইজ থেকেও বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

ব্যাটেল অব মাইন্ড/এক্সসিড: তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম "ব্যাটল অব মাইন্ড"। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞাপন ও প্রণোদনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে চাকুরী প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "ব্যাটল অব মাইন্ড" নামক কর্মসূচি পরিচালনা করছে 'ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি'। ***বাকী অংশ পড়ুন ১৯ পৃষ্ঠায়.....***

খুলনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে -অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা হচ্ছে এমন ৮২২টি তামাক পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্র তালিকাভুক্ত করে জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন সিয়াম এর সহযোগিতায় উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। জেলা প্রশাসন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি'র তামাক বিরোধী অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে উক্ত তালিকা হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ডিজিটাল জরিপে সংগৃহিত ৮২২ টি দোকানেই তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপণ লক্ষ্য করা গেছে। এসমস্ত দোকান/বিক্রয়কেন্দ্রে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল সর্বাধিক বিক্রয় করা হয়। বিজ্ঞাপনের মধ্যে ব্যানার, পোস্টার, স্টিকার, ফ্লাইয়ার, ক্যাশবাক্সসহ অন্তত ১৮ ধরনের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায়। কোম্পানিগুলোর এসব বিজ্ঞাপন কিশোর ও যুব সমাজকে উদ্দেশ্য করে প্রচার করা হচ্ছে এবং তা অল্পবয়সীদেরকে সিগারেট সেবনের প্রতি আগ্রহী করে তুলছে বলেও জানান তারা।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিকেলে খুলনা জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি'র ত্রৈমাসিক সভা খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এইড ফাউন্ডেশন এর পক্ষে ট্যাপস্ ব্যান জরিপের প্রতিবেদন খুলনার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুপ আলী'র সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আইনাল হক, আনসার ভিডিপি'র সহকারী জেলা কমান্ডেট আবদুল্লাহ আল মামুন, মেডিকেল অফিসার (রোগ নিয়ন্ত্রন) ডা. শেখ সাদিয়া মনোয়ারা ঊষা, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের পরিদর্শক পারভীন আক্তার, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো. আবুল আলম, সিয়াম এর নির্বাহী পরিচালক এড. মো. মাছুম বিল্লাহ ও এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

সভায় সম্মিলিতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম বেগবান করা
- পাবলিক প্লেস, পরিবহণে ধূমপানমুক্ত সাইন প্রদর্শন নিশ্চিত করা
- তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধে এইড ফাউন্ডেশন পরিচালিত জরিপের তথ্যানুসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিড়ি কোম্পানির প্ররোচনায় সংসদ সদস্যদের তৎপরতা নজিরবিহীনঃ প্রজ্ঞা

বিড়ি কোম্পানির প্ররোচণায় সংসদ সদস্যদের যে কোনও তৎপরতা নজিরবিহীন, যা প্রধানমন্ত্রীর '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার' অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (প্রগতির জন্য জ্ঞান) প্রজ্ঞা'র নির্বাহী পরিচালক এ বি এম জুবায়ের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এমন মন্তব্য করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি বিড়ির শুল্ক কমানোর জন্য অর্থমন্ত্রী বরাবর চিঠি দিয়েছেন ১০ জন সংসদ সদস্য। অথচ তাদের সম্মতিক্রমেই জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে চলতি (২০২০-২১) অর্থবছরের বাজেট। এবারের বাজেটে বিড়ির ওপর কোনও শুল্কই বাড়ানো হয়নি। বিগত চার বছরের ন্যায় এই বাজেটেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে বিড়ির সম্পূরক শুল্ক। এ অবস্থায় বিড়ি কোম্পানির প্ররোচণায় সংসদ সদস্যদের এই তৎপরতা নজিরবিহীন। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, দেশীয় শিল্পের নামে বিড়ি কোম্পানিগুলো বছরের পর বছর নানা সুবিধা পেয়ে আসছে। অর্থমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে করোনায় লাখ লাখ বিড়ি শ্রমিকের বেকার হওয়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক ২০১৯ সালে প্রকাশিত "The Revenue and Employment outcome of bidi taxation in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশে বিড়ি শিল্পে কর্মরত নিয়মিত, অনিয়মিত এবং চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে পূর্ণসময় কাজ করার সমতুল্য শ্রমিক সংখ্যা মাত্র ৪৬ হাজার ৯১৬ জন। সরকারিভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হলে ৭৮.৪ শতাংশ বিড়ি শ্রমিক এই ক্ষতিকর পেশা ছেড়ে দিতে চায় বলে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, তামাক ব্যবহার করোনা মহামারিকে ত্বরান্বিত করে। অথচ করোনার অজুহাত দিয়েই সংসদ সদস্যরা বিড়ির শুল্ক কমানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। বিড়ি মালিকদের ফাঁদে পা না দিয়ে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার যে অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী করেছেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়নে সাহায্য করার জন্য নীতি প্রণেতাদের এগিয়ে আসতে হবে।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd